জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পরিদর্শনে মেয়র

শহরের রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা ও আলোকসজ্জা খতিয়ে দেখতে পথে নামছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷ শুক্রবার বিকেলে তিনি পরিদর্শনে নামবেন৷ রাস্তার হালহকিকতও পর্যালোচনা করবেন

মহালয়ায় বৃষ্টি

আজ দক্ষিণের জেলায় ফের ভারী বৃষ্টি৷ মহালয়ায় গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস৷ শনিবার বৃষ্টি খানিকটা কমতে পারে৷ উত্তরের পাঁচ জেলায়ও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা

বিধানসভার গ্রন্থাগারে ব্রেইল সংস্করণ রাখা হবে সংবিধানের

পুজোর আগে উত্তরবঙ্গের ৬০% চা-বাগানে ২০ শতাংশ বোনাস

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৭ ● ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২ আশ্বিন ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 117 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 19 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

উৎসব সকলের ■ গরিবদের পাশে থাকতে নির্দেশ জনপ্রতিনিধিদের

পুজোর নীল নকশা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : দুর্গোৎসব বাংলার দোরগোড়ায়। বাংলা ও বাঙালির এই বড় উৎসব নির্বিঘ্ন করতে গুচ্ছ-নির্দেশিকা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দেবীপক্ষের আগে শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে পুজোয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনকে নীল নকশা তৈরি করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের বৈঠকে প্রশাসনকে যথাযথা নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি, মন্ত্রী-বিধায়ক ও শাসকদলের প্রতিনিধিদের সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গন্ডগোল এড়াতে প্রতিটি এলাকায় বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের এলাকায় থাকতে হবে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গোলমাল পাকিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হতে পারে। বিশেষ নজর রাখতে হবে সেদিকেও। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এদিন মন্ত্রিসভার সদস্যদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব পরিবারগুলির পাশে থাকতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে তাঁদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। কারণ উৎসব সকলের। উৎসবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটাও দেখতে হবে। এ-সময় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে (এরপর ১২ পাতায়)

লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা

নতুন কর্মসংস্থানের দিশা দেখাল রাজ্য

প্রতিবেদন : পর্যটনের পর এবার লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা দিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, এর ফলে রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। অনলাইনে কেনাকাটার চাহিদা দ্রুত বাড়ায় লজিস্টিক পরিষেবার গুরুত্ব আগের থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে হওয়ায়, উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যবসার ক্ষেত্র বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকমানের একাধিক (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

এক মুঠো মাটি

এক মুঠো মাটি দাও না মাগো
আমার আঁচল ভরে
মিষ্টি মাটির সোনায় খাঁটি
দেখবে জগৎ জুড়ে।

একটু ধন-ধান্য দিও মা
লক্ষ্মীকে রাখব ধরে
নতুন ফসলে নবান্ন করব
ধানছড়া মাথায় করে।

ছোট্ট ছোট্ট চড়ুই পাখিরা
বসবে ধানের মাঝারে
কিচির মিচির গান গেয়ে তারা
নাচবে ধানকে ঘিরে।

মাটির উঠোন, মাটির বাড়ি
মাটির আপন স্বজন
মাটির বুকেই স্থান দিও মাগো
মাটি যে বড় আপন।।

জিএসটি : নির্মলার সুফলের পাল্টা কটাক্ষ করল তৃণমূল

প্রতিবেদন : রাজ্যে এসে বাংলার পাওনা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। জিএসটির সুফল নিয়ে এদিন নানা কথা বলায় পাল্টা সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, ওটা তো ছিল আসলে কুফল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুফলটা এনেছেন। ধনী ব্যক্তিরা যে জিনিস ব্যবহার করে তার উপর জিএসটি কম আর গরিব ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসের উপর জিএসটি বেশি। এটাই তো ছিল জিএসটির আসল চরিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। চিঠি লিখেছেন। তার জেরেই আজ দেশের মানুষ জিএসটির প্রবল চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। (এরপর ১২ পাতায়)

যৌনহেনস্থায় জেল বাঙালি ডাক্তারের

এই কীর্তিমানই লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ভন্ডুলের চেষ্টা করে

প্রতিবেদন : বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণের সময় অসভ্যতা করে একবার রাজ্য তথা দেশের নাম ডুবিয়েছিলেন, ফের চরম নিন্দনীয় কাজ করে জেলে গিয়ে বাঙালির নাম ডোবালেন ডাক্তার অমল বসু। বছর পঞ্চান্নর এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মহিলা সহকর্মীদের লাগাতার যৌনহেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। দোষী সাব্যস্ত গুণধরকে ৬ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে ব্রিটেনের আদালত। মহিলারা তাঁর কাছে তাজা মাংস—আদালতের শুনানিতে এমনই অভিযোগ তুলেছেন তাঁর সহকর্মী নার্স।

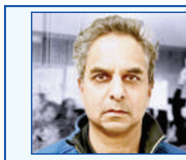

অমল বসু

নারীশরীর তাঁর কাছে ‘তাজা মাংস’ ছাড়া আর কিছু নয়

শুনানিতে জানান নার্স

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণের সময় চিৎকার করে অসভ্যতা করেছিলেন কিছু অতিবাম ও গেরুয়া সমর্থক। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অনাবাসী বাঙালি চিকিৎসকও ছিলেন। এই অমল বসু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অভয়াকে নিয়ে লোক দেখানো সহানুভূতি দেখানো চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই যৌন (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯২৪ সুচিত্রা মিত্রের (১৯২৪-২০১১) জন্মদিন। আজ। স্বনামধন্য এই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বাবা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় শান্তিদেব ঘোষ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানির কাছে নাচ-গান-অভিনয়-আবৃত্তির শিক্ষা। ১৯৬১-’৮৫ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রভারতীর পাশাপাশি ‘রবিতীর্থ’ থেকেও অসংখ্য গুণী সংগীতশিল্পী তৈরি করেছেন। সারাজীবন কেবল রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছেন সাড়ে চারশোর বেশি। অন্যান্য গানেরও কিছু রেকর্ড আছে।

১৯১৯ জহর রায় (১৯১৯-১৯৭৭) এদিন অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার চিত্র ও নাট্যজগতের এই খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতার বাবা সতু রায়ও বাংলা সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ছিলেন। জহর রায় জীবিকা অর্জনের জন্য প্রুফ রিডিং থেকে দর্জির দোকান চালানোর মতো নানা কর্ম করেছেন। কিন্তু খ্যাতি পান কমেডি চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে।

১৯৬৪ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, অধ্যাপক ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। যুক্ত ছিলেন সিটি কলেজ ও রিপন কলেজের সঙ্গে। ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য ছিলেন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগ দেন। বহু প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনা করেছেন। বঙ্কিমের আনন্দমঠের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর লেখায় নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মর্যাদা লাভ করেছিল। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘শুভা’, ‘পাপের ছাপ’ ইত্যাদি।

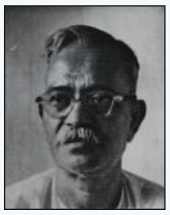

১৮৮৮ বিশ্বের প্রথম সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বেলজিয়ামের স্পাতে, এদিন তাতে জয়ী হন অষ্টাদশী বার্থা সকারেট। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফরাসি উপনিবেশ গউডেলপের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বিজয়িনী হিসেবে পুরস্কারস্বরূপ পান ৫ হাজার ফ্রাংক।

১৯২১ বিমল কর (১৯২১-২০০৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ১৯৫৪-’৮২ দেশ পত্রিকার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন স্বদেশ, দাঙ্গাপীড়িত বাংলা, বিক্ষুব্ধ সত্তরের দশক তাঁর বহু লেখার পটভূমি। কাহিনির চলন কখনও সমে এনে, কখনও ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে নানাভাবে গল্প বলেছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘বালিকা বধূ’, ‘অসময়’, ‘খড়কুটো’, ‘যদুবংশ’ (চলচ্চিত্রে রূপায়িত) ইত্যাদি। পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, শরৎচন্দ্র পুরস্কার, নরসিংহ দাস পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার (দু’বার) প্রভৃতি।

১৯৮৯ সন্তোষকুমারী দেবী (১৮৯৭-১৯৮৯) কলকাতায় প্রয়াত হন। একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অত্যন্ত স্নেহভাজন সন্তোষকুমারী ছিলেন একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অন্যদিকে শ্রমিক নেত্রী। বস্তুতপক্ষে আজ থেকে একশো বছর আগে সন্তোষকুমারী দেবী অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এক মহিলা শ্রমিক নেত্রী হিসেবে জুট শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং অচিরেই তাঁদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। সেই সময় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি আবার জুট শ্রমিকদের সংগঠিত করছেন এক মহিলা শ্রমিক নেত্রী, তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিতর্কে শামিল হয়ে অধিকার আদায় করে আনছেন— এ ছিল বিশেষভাবেই এক ব্যতিক্রমী এক দিক। তিনি শ্রমিক মহল্লায় নাইট স্কুল চালু করেন। এইক্ষেত্রে তিনি এতটাই সফল হয়েছিলেন যে কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজের জন্য কর্পোরেশনের সেই সময়ের সর্বোচ্চ আধিকারিক সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে কর্পোরেশনের শিক্ষা কমিটির অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

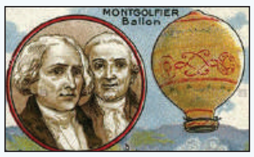

১৭৮৩ জোসেফ ও জ্যাকুইস মঁতগলফিয়ার, দুই ভাই, এদিন ভার্সাই প্রাসাদ চত্বরে একটি দৈত্যাকৃতি বেলুনে ভেড়া, মোরগ ও হাঁস ভরে সেটিকে আকাশে উড়িয়ে রাজা ষোড়শ লুই ও তাঁর সভাসদদের তাক লাগিয়ে দেন। বেলুনটি মাটি থেকে দেড় হাজার ফুট ওপরে উঠে এক মাইল দূরে ছিটকে পড়ে। মোরগটি মরে গেলেও হাঁস ও ভেড়া অক্ষত শরীরে অবতরণ করে। অধিক উচ্চতা পশুপাখিদের ওপর কী প্রভাব ফেলে, সেটি দেখার জন্যই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

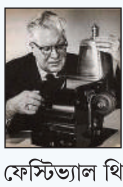

১৯৬৮ চেস্টার কার্লসন (১৯০৬-১৯৬৮) এদিন নিউ ইয়র্কে প্রয়াত হন। জেরক্স মেশিন যে পদ্ধতিতে কাজ করে সেই ইলেক্ট্রোফোটোগ্রাফির আবিষ্কর্তা তিনি। ঐ বছরই বাহামাসে বেড়াতে গিয়ে প্রথম হার্ট অ্যাটাক। এরপর এদিন ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারে ‘হি হু রাইডস আ টাইগার’ ছবিটি দেখার সময় ফের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গির বিরুদ্ধে অভিযান-কর্মসূচি হল পুরসভার তরফে। বৃহস্পতিবারের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পুর পারিষদ সুবীর ঘোষ।। এদিন সাধারণ মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মানুষকে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন করা হয়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০০

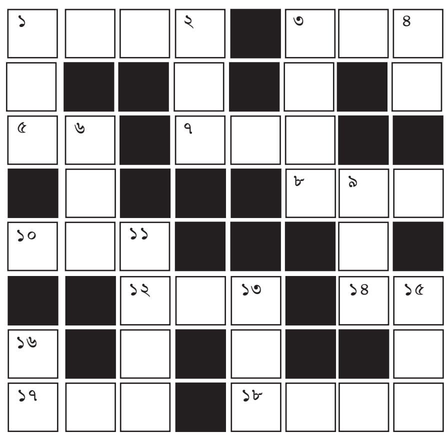

পাশাপাশি : ১. কিছু টাকা-পয়সা ৩. ভাঁজ, স্তর ৫. ধান মাড়াইয়ের স্থান ৭. শেষ, অন্ত ৮. যাত্রা ১০. অঙ্ক কষা ১২. ধোপাখানা ১৪. স্বামী, পতি ১৭. মোটাসোটা ১৮. আখের গুড়।

উপর-নিচ : ১. মনের কষ্ট বা বেদনা, মর্মপীড়া ২. বিয়ের বাদ্যি ৩. বর্জন, ত্যাগ ৪. সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ ৬. চিহ্ন ৯. রোগনাশক দ্রব্য ১১. বিখ্যাত ১৩. টাঙানো, ঝুলানো ১৫. অব্দ ১৬. সাধনার পন্থা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৯ : পাশাপাশি : ১. দিকচক্রবাল ৬.বধ ৮. টনিক ৯. তদবধি ১০. রসরাজ ১২. আগার ১৩. ক্ষমা ১৫. পরিধিমাপক। **উপর-নিচ :** ২. কটক ৩. ক্রমাগত ৪. লব ৫. জোটনিরপেক্ষ ৭. ধর্মাধিকরণ ১১. জলনিধি ১২. আরোপ ১৪. মাপ।

১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৬৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৭০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১১	৮৭.৬০
ইউরো	১০৫.৬৩	১০৩.৫২
পাউন্ড	১২১.৭৩	১১৯.২৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

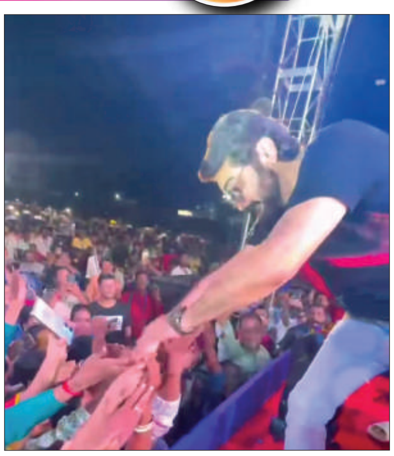

■ প্রসেনজিৎ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

19 September, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

বুধবার খড়দহে চিনা মাঞ্জায় গলা কেটে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে বিপুল চিনা মাঞ্জা

বাংলার বাড়ি : পুজোর আগেই সিদ্ধান্ত রাজ্যের

আরও ১৬ লক্ষকে প্রথম কিস্তি

প্রতিবেদন : ডিসেম্বর মাসে আরও ১৬ লক্ষ প্রান্তিক মানুষকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই নতুন উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি হয়েছে। তালিকাভুক্ত প্রত্যেক আবেদনকারীকে ফের একবার যাচাই করার কাজ শুরু করেছে পঞ্চায়েত দফতর। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মোট ছ'টি ধাপে হবে এই যাচাই প্রক্রিয়া। ৩ থেকে ১০ নভেম্বরের মধ্যে জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতরে নির্বাচিত উপভোক্তাদের নামের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। তালিকা টাঙানোর পর যদি কোনও আপত্তি ওঠে, তা সংশোধন করে গ্রামসভার মাধ্যমে পাশ করানো হবে। পরে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে জেলাস্তরের প্রকল্প কমিটি। সব প্রক্রিয়া শেষ করে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে উপভোক্তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। গতবছর ডিসেম্বর মাসে ১২ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তি হিসেবে ৬০ হাজার টাকা করে পেয়েছিলেন। চলতি বছরের মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয় তাঁদের হাতে। কেন্দ্র সরকার বাংলা আবাস যোজনায় নিজের অংশের অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পর গ্রামীণ মানুষের জন্য স্বতন্ত্রভাবে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রেও যাচাই প্রক্রিয়ায় বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে প্রশাসন। নির্দেশ অনুযায়ী, যাচাই হওয়া বাড়িগুলির অন্তত ১৫ শতাংশ পুনরায় যাচাই করবেন বিডিওরা। এসডিও এবং জেলাস্তরের আধিকারিকরাও অন্তত ১৫ শতাংশ বাড়ি খতিয়ে দেখবেন। রাজ্যস্তরের নজরদারি দল ও থানার আইসি-ওসিরাও কিছু বাড়ি পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি সোশ্যাল অডিট টিম বাড়িগুলির কাজের মান পরীক্ষা করবে। প্রতিটি উপভোক্তার বর্তমান বাড়ি ও জমির জিও ট্যাগিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই বিস্তৃত যাচাই ব্যবস্থা প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ রাখবে এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে সময়মতো টাকা পৌঁছে দেবে।

BANGLARBARI.COM
বাংলার বাড়ি
গ্রামীণ

৪৫ জেলবন্দিকে মুক্তি অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে আরও ৪৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই ১৪ বছরের বেশি সময় ধরে কারাভোগ করেছেন, তাঁদের অনেককেই আইনের পথে মুক্তি দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২০১১ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮৪০ জন বন্দি মুক্তি পেয়েছেন। শীঘ্রই আরও ৪৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের ও তাঁদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমি জেনেছি, বন্দিজীবনে এঁদের আচরণ ভাল ছিল। তারই স্বীকৃতি এই মুক্তি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মনে করিয়ে দেন, সংশোধনাগারের কাজ অপরাধীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। তাঁর আশা, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা নতুন জীবনে সুনাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাহলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর।

একাধিক পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে অনুমোদন

প্রতিবেদন : রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র পেল একাধিক ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টি ও পদ পূরণের প্রস্তাব। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে নিউ টাউন-কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা এনকেডিএ-তে ১৫টি শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব। পাশাপাশি কৃষি আয়কর দফতরে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের নিয়ম সংশোধনের প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

এদিনের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ ইনফ্লুয়েনসার এনগেজমেন্ট নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। তথ্য সংস্কৃতি দফতরের অধীনে এদের নিয়োগ করা হবে। একইসঙ্গে কলকাতার চেতলা আশ্রয় প্রকল্পে আরও মানুষের জন্য নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও অনুমোদন পেয়েছে। ওই প্রকল্পে মোট ৩৬টি ফ্ল্যাট এবং ১৮টি গ্যারাজ ও পার্কিং এলাকা ফ্রি-হোল্ড ভিত্তিতে বরাদ্দ করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে মন্ত্রিসভা। রাজ্যের প্রশাসনিক মহল মনে করছে, একাধিক পদ সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন নীতির বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে সরকারি কাজকর্মকে আরও গতিশীল করে তুলবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা সহজলভ্য করবে।

■ প্রভিউ শো অফ দুর্গাপূজা আর্ট-এর উদ্বোধনে ইন্দ্রনীল সেন, ফিরহাদ হাকিম, দেবাশিস কুমার, ধ্রুবজ্যোতি বোস-সহ বিশিষ্টরা। বৃহস্পতিবার রাজডাঙা নব উদয় সংঘের পুজো মণ্ডপে।

বিধানসভায় সংবিধানের ব্রেইল সংস্করণ

প্রতিবেদন : রাজ্য বিধানসভার গ্রন্থাগারে এবার স্থান পাচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের ব্রেইল সংস্করণ। বৃহস্পতিবার এনইউজেএস (ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস)-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. নির্মলকান্তি চক্রবর্তী বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই বিশেষ সংস্করণটি তুলে দেন। এনইউজেএস-এর রজতজয়ন্তী বর্ষে এই উদ্যোগ।

এতদিন পর্যন্ত বিধানসভায় দৃষ্টিহীনদের জন্য সংবিধান পাঠের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এদিন ব্রেইল সংস্করণ হাতে পেয়ে খুশি বিধানসভার অধ্যক্ষ, আনন্দিত বিধানসভার সর্বস্তরের কর্মীরাও। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই উদ্যোগ আইনগত সচেতনতা বাড়াতে বড় ভূমিকা নেবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় এই ব্রেইল সংস্করণ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধান পাঠে উপকৃত হয়েছেন। তবে রাজ্য বিধানসভায় এর আগে সংবিধানের ব্রেইল সংস্করণ রাখা ছিল না। এবার গ্রন্থাগারে তা উপলব্ধ থাকায় দৃষ্টিহীনরা প্রয়োজনে বসে পাঠ নিতে পারবেন। এই উদ্যোগ দৃষ্টিশক্তিহীনদের জন্য সহজবোধ্য শিক্ষার ক্ষেত্র খুলে দেবে এবং আইন বোঝাপড়াকে আরও গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।

■ অধ্যক্ষের হাতে সংবিধান ব্রেইল সংস্করণ তুলে দিচ্ছেন এনইউজেএস-এর উপাচার্য নির্মলকান্তি চক্রবর্তী।

লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দেবাশিস

প্রতিবেদন : রাজ্যের লজিস্টিক খাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হল। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যা দিলেন সিআইআই পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বিজিএস গ্রুপের ডিরেক্টর দেবাশিস দত্ত। তাঁর মতে, লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাংলাকে পূর্ব ভারতের লজিস্টিক হাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এর ফলে একদিকে যেমন পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি বাড়বে, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়াও আরও সহজ হবে। এর ফলে তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ। কৌশলগতভাবে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে দেশের মোট রফতানির প্রায় ২.৯ শতাংশ এ রাজ্য থেকে হয়। ফলে জাতীয় সাপ্লাই চেইনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা অপরিসীম। বহুমুখী সংযোগ, বন্দর, ওয়্যারহাউস এবং শিল্প করিডরকে শক্তিশালী করে তুলবে।

রেজিস্ট্রেশনের তথ্য যাচাই পড়ুয়াদের সুযোগ পর্ষদের

প্রতিবেদন : আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে এরকম নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার তাদের জন্য https://students.wbbsedata.com পোর্টালটি ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে তারা নির্দিষ্ট সময়ে নিজেদের নাম, স্কুল ইনডেক্স এবং জন্মতারিখ দিয়ে লগইন করে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় জমা দেওয়া তথ্য যাচাই করতে পারবে। যদি কোনও ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে, তাহলে অনলাইনে সংশোধনের আবেদন জানানো যাবে। সংশোধনের সুযোগ থাকছে ছাত্রছাত্রীর নাম, পিতা/মাতা/অভিভাবকের নাম, জন্মতারিখ এবং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে। আবেদন জমা পড়লে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ড্যাশবোর্ডে পৌঁছে যাবে। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে পর্ষদে জমা দেবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফি-সহ পাঠাতে হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুফল

জিএসটি নিয়ে বাংলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার সুফল ব্যাখ্যা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। মজার ব্যাপার হল, এই জিএসটির পরিমাণটিকে এমন এক জায়গায় কেন্দ্র কয়েক বছরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, যার ভুক্তভোগী আমজনতা, দরিদ্র মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ। লাভ হয়েছে যাদের সেটা হল সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির। এই অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রথম আওয়াজ তোলেন জিএসটি লাগামছাড়া হওয়াতে অসুবিধায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে তা একটি যৌক্তিক জায়গায় আনা হোক। এর জন্য বারবার চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীকে। বৈঠক করেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিরোধী রাজ্যগুলি তো বটেই, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও মুখ্যমন্ত্রীতে যুক্তিকে সমর্থন করেছে। যে কারণে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে প্রবল চাপের মুখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জিএসটিকে তিনটি স্ল্যাবে ভাগ করে ৫%, ১৮% এবং ৪০% করতে বাধ্য হয়েছেন। এটাই তো দেশের সাধারণ মানুষ চাইছিলেন। বিজেপি অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষের গলা কাটছিল। সেই বিজেপির অর্থমন্ত্রী কলকাতায় এসে বলছেন জিএসটি কমানোর সুফল। বাস্তব হল, সুফলটা তো সম্ভব হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আওয়াজ তোলায়। নইলে জিএসটি নামক কুফলে নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন দেশের মানুষ। এবং এর জন্য দেশের অর্থমন্ত্রীর উচিত ছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর। কিন্তু রাজস্ব হ্রাসের দায় রাজ্যগুলির উপর চাপালে ফের আওয়াজ উঠবে। আন্দোলন হবে।

e-mail থেকে চিঠি

চরম ব্যর্থতার বেশি কিছু প্রসব করার নেই

মোদি সরকারের বন্ধ্যা প্রকল্প সম্পর্কে যত কম বলা যায়, তত ভাল। নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ২০১৪ সালে। তার আগে, ২০১৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তাঁকে বিজেপি/এনডিএ-র 'প্রধানমন্ত্রী মুখ' হিসেবে তুলে ধরা হয়। দলের একাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় নেতাকে বাদ দিয়ে সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের মোকাবিলার দায়িত্ব গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে যে ব্যক্তিকে কেউই কখনও দেখেনি, অথচ গোধরা কাণ্ডে যাঁর নাম নিয়ে বিস্তর বিতর্ক, সেই নরেন্দ্র মোদিকেই আরএসএস/বিজেপির প্রথম পছন্দ! বিস্ময়ের বড়ো কারণ ছিল সেটাই। যাই হোক, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন দেখিয়ে দিল, মোদি পার্টি, এনডিএ, আরএসএস কাউকেই হতাশ করেননি। তিনি বাজিমাত করেছিলেন যে ইস্যুতে সেটা আর কিছু নয়, বেকারত্ব। যে দেশে ঘরে ঘরে বেকার বা সবচেয়ে বড়ো বাহিনীর নাম বেকারবাহিনী— সেই দেশের রাজনীতিতে এর চেয়ে ফলপ্রসূ তাস যে আর কিছু হতে পারে না, মোদি তা চিনে নিতে একটুও ভুল করেননি। ভোটের প্রচারে তাঁর দাবি ছিল, হাতে হাতে কাজ দিলে এই বেকাররাই সবচেয়ে বেশি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেসের ভুল নীতি, অকর্মণ্যতা, ব্যর্থতা, অপদার্থতার জন্যই কোটি কোটি যুবক-যুবতী বেকার, তাদের দুর্দশার অন্ত নেই। মোদি দাবি করেন, তিনি সরকার গড়তে পারলে বছরে দু-কোটি চাকরি দেবেন! দেশবাসী তাঁর এই প্রচার সরল মনে বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁকে আশীর্বাদও করেছিল দু-হাত তুলে। শুধু কথা রাখেননি মোদি, দেশের প্রধানমন্ত্রী। শুধু প্রথম দফায় নয়, পরবর্তী দু-দফাতেও তাঁকে অন্য ভূমিকায় না পেয়ে দেশবাসী, বেকার শ্রেণি যারপরনাই হতাশ। শুধু কি চাকরি প্রদানে ব্যর্থতা? বেকারদের স্বনির্ভর করে তোলার বিকল্প উদ্যোগেও মোদি সরকার ডাহা ফেল! যেমন দু-বছর আগে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন প্রধানমন্ত্রী 'পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্প ঘোষণা করেন। উদ্দেশ্য ছিল কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা। এই প্রকল্প নিয়েও প্রচারের ঢাক কম বাজেনি, কিন্তু প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণের কোনও লক্ষণ দৃশ্যমান নয়। তথ্য ও পরিসংখ্যানই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

— **প্রিয়ংকর প্রামাণিক, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাবাসাহেব

সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মতো শব্দগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই ওগুলোকে বাদ দিতে হবে। এমন আওয়াজ উঠছে গেরুয়া শিবির থেকে। কেন? এই দাবির প্রেক্ষিতে আজকের ভারতের অবস্থান ঠিক কী? বিশদ বিশ্লেষণে মুখের সামনে আয়না ধরলেন **প্রবীর ঘোষ রায়**

ডক্টর বি আর আম্বেদকর সংবিধান রচনার সময় ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' বলে ঘোষণা করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব কি না তা নিয়ে মনে হয়ত তাঁর সংশয় ছিল। আর ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টি বহুত্ববাদের ধারণার মধ্যেই অন্তঃস্থ ছিল। আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। তবু ১৯৭৬-এ জরুরি অবস্থা চলাকালীন এই শব্দ দু'টি সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে যোগ করে দেওয়াটা জরুরি মনে হয়েছিল কেন তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। শব্দ দু'টি সংবিধান থেকে বাদ দেবার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলাও হয়েছে। শীর্ষ আদালত সেই সব মামলা খারিজ করেছে।

প্রশ্ন হল স্বাধীনতার ২৯ বছর পর সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দদু'টি যোগ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কেন? ধর্মের ভিত্তিতে মায়ের শরীর ছিঁড়ে পাকিস্তান জন্ম নিলেও ভারত-আত্মা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার, সর্বধর্মসমন্বয়ের ধারণাতেই স্থিত ছিল। আর রেল, সড়ক, বিমান, জল-খাদ্য-সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব অত্যাবশ্যকীয় সেবার দায়িত্ব তো কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারগুলোর হাতে শুরু থেকেই ছিল। অর্থাৎ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা না থাকলেও দেশ এগোচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তন অনুসরণ করেই। পরে কয়লা, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণাকেই মজবুত করে। কিন্তু স্বাধীনতার আগে থেকেই পুঁজিবাদের, ধনতান্ত্রিকতার ঝোঁক এবং অশ্লীল চমকের ঝলক এ দেশে বরাবর ছিল। সেই প্রবণতা যে আরও বাড়বে এবং ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা-শকটের চালকের আসনে বসে পড়বেন মুষ্টিমেয় ধনপতি এমন আশংকা করেই কি ব্যবস্থাপনাকে অন্তত খানিকটা সাংবিধানিক সমর্থন যোগাতে 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটা জুড়ে দেওয়া? লাভ অবশ্য কিছু হয়নি, 'সমাজতান্ত্রিক' ভারত আজ জিডিপির হিসেবে বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি কিন্তু মাথাপিছু আয়ের হিসেবে তার স্থান ১৪৪, আর বিশ্ব-ক্ষুধা-সূচকে তার অবস্থান ১২৭ দেশের মধ্যে ১০৫-এ। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এই হল সংবিধান অনুসারে 'সমাজতান্ত্রিক' ভারতের অনাড়াল ধনতান্ত্রিক পটচিত্র। দূরদর্শী বাবাসাহেব সেই কবেই বুঝতে পেরেছিলেন কী হবে, কী হতে পারে।

আর ধর্মনিরপেক্ষতা? সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ করা যাবে না। এ তো শুরু থেকেই ছিল। তবে? এখানেও সেই একই কথা। ১৯৭৬-এ এসে ভাবা হল নিয়ম আছে কিন্তু মানা হয় না, আর না-মানার প্রবণতা রাজনৈতিক কুস্বার্থ-সাধনে বেড়েই চলবে। ফলে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হল। ফল কী হল? আজ দেশ যারা চালাচ্ছেন তাঁরা কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই আতংক ছড়াচ্ছেন 'হিন্দু খাতরেমে হ্যায়'। মুশকিল হল 'হিন্দু' শব্দের অর্থই এখনও তর্কহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। 'হিন্দুত্ব' কি কোনও ধর্ম না কি তা একটি 'যাপন-পদ্ধতি' মাত্র? দ্বিতীয় অর্থটি, বলা বাহুল্য, অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। ফলে রাজনৈতিক পরিসরে 'সনাতনী' শব্দের অনুপ্রবেশ এবং বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে।

'মন্দির হাম ওহি বানায়েঙ্গে' হুংকার এবং উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পর্যবেক্ষণ 'হিন্দুরা বিশ্বাস করে ওইখানেই ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল' ফলে মহাকাব্যের নায়ক ঐতিহাসিক 'ভগবান' হয়ে গেলেন এবং

'সনাতনীগণ' লক্ষ-প্রদীপ জ্বালিয়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার মতো দায়িত্বশীল সাংবিধানিক পদে থেকেও এক ভদ্রলোক ক্রমাগত 'মানুষের ভোট' না চেয়ে কেবল 'হিন্দু-ভোট' চেয়ে বেড়াবেন কিন্তু সংবিধানের তাতে কোনও অবমাননা হচ্ছে বলে কেউ মনে করবেন না, এই হল ধর্মনিরপেক্ষতার বর্তমান ধারণা।

একদম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি ধর্মের বজ্জাত-রাজনীতির ফাঁদ থেকে থেকে আমাদের সহসা নিষ্কৃতির পথ নেই। ক'দিন আগে এক পুরোনো বন্ধু ফোনালাপের সময় জানাল, সে শুনেছে তাদের জেলাটি নাকি মুসলমান বিশেষত রোহিঙ্গায় ছেয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিলে জানবেন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সনাতনী কোনও ভিত্তি ছাড়াই এবং স্বচক্ষে একজনকেও দর্শন না করেও বিশ্বাস করতে ভালবাসেন যে তাদের এলাকায় গিজগিজ করছে সংখ্যালঘু, রোহিঙ্গা। জনগণনা, সরকারি রিপোর্ট বা নির্বাচক-তালিকার পরিসংখ্যান যাই বলুক উচ্চশিক্ষার কারণে তারা সে-সবে আস্থাশীল নন। বরং গোদি মিডিয়া আর হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ানই তাদের সন্ত্রস্ত এবং সন্তুষ্ট করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। প্রসঙ্গত বিহারে এসআইআর করতে গিয়ে যে-সব ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাদের নাম-প্রকাশে নির্বাচন কমিশন বাধ্য হলে দেখা যায় তাদের একজনও বাংলাদেশ বা মায়ানমার বা অন্য কোনও বিদেশ থেকে আসা মানুষ নন। সর্বত্রই বিজেপি আইটি সেলের ছায়াবাজি এবং নির্লজ্জ গোদি-মিডিয়ার গোয়েবলসীয় বা গোবলীয় প্রচার।

আর এক বন্ধু জানালেন তাঁদের আবাসনে এক ব্যক্তি তার কাছে একটি আবেদন পত্র নিয়ে আসেন এবং বিচিত্র বাংলায় জানান প্রোমোটার কোম্পানি যাতে আবাসন-চত্বরে একটি 'হিন্দু টেম্পল' নির্মাণ করে দেন, এই দাবিতে তিনি গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। বন্ধুটি সই করেননি, পরিবর্তে তিনি আবাসিকদের কল্যাণকামী সমিতির সদস্যকে ফোন করে জানতে চান মন্দির-মসজিদ বাদ দিয়ে আবাসিকদের জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর অ্যাম্বুলেন্সের ভাবনা কি ভাবা যায়? তাতে উক্ত নেতা যিনি প্রথম সাক্ষাৎকারে নিজেকে বামপন্থী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সহসা ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমার বন্ধু অযথা রাজনীতি করছেন। দেবাশীর্বাদ না থাকলে ডাক্তারে কী করবে? বন্ধুটি কি জানেন যে হিন্দুরা দিন দিন কীভাবে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে? আবাসনের বাইরে বেরোলেই ওদের (পড়ুন মুসলমানদের) রবরবা। তিনি কি জানেন ইদের দিন অন-লাইন শপ থেকে গ্রোসারি আনাতে তার চার ঘণ্টা সময় লেগেছে। কারণ ডেলিভারি বয়েরা অধিকাংশই ওই? কেন হবে? তাদের এলাকাটি আবহমান কাল থেকে মূলত মুসলিম-অধ্যুষিত হলেই বা কী? যদিও বহুল-বহুতল গড়ে ওঠার পর নতুন চেহারায় এলাকাটির জনপরিসংখ্যানগত অবস্থান এখন একেবারেই অন্যরকম, সে-কথাও প্রমাণিত সত্য।

সত্যিই তো, সংখ্যালঘু ঘরের ছেলেরা অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে ডুবে থাকবে, নিজের উৎসবের দিনেও ছুটি পাবে না, তারা সনাতনী-মুসলমান-খ্রিস্টান সর্বধর্ম-নির্বিশেষে যাবৎ মাফিয়া নেতার, রাজনীতি-ব্যবসায়ীর ঘুঁটি হয়ে পকেটে বোমা, হাতে পিস্তল বা ছুরি নিয়ে ঘুরবে আর আবাসিক সমিতির গণ্যমান্যগণ অনলাইন পিৎজা ভক্ষণ করে সন্ধ্যাবকাশে মন্দির-চাতালে মানসিক প্রশান্তির সন্ধানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসবেন, ভবিষ্যতে এই হবে ধর্মনিরপেক্ষতার ছবি— বাবাসাহেব এ-কথাটিও মনে হয় সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে এই শব্দটিও তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখে রাখেননি।

আর সেই বিষয়টাকেই ঢাল করে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকশিবির সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মতো ধারণাগুলোকেই ছেঁটে ফেলতে চাইছে।

নম্র কণ্ঠে কোনও উচ্চারণের পক্ষপাতী এঁরা নন, বোঝাই যাচ্ছে। তাই উচ্চকণ্ঠে সাংবিধানিক আদর্শ রক্ষার শপথ নিতেই হবে আমাদের।

বনগাঁ সীমান্ত থেকে ধৃত, ১১ বছর ধরে জেলবন্দি পাক নাগরিক পি ইউসুফের জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট

দৃষ্টিহীনদের জন্য অভিনব উদ্যোগ প্রকাশিত হল ব্রেইল পুজো গাইড

■ রামমোহন সম্মিলনীর থিম পাঠ করে 'ব্রেইল গাইড' উদ্বোধন করছেন এক দৃষ্টিহীন। রয়েছেন কুণাল ঘোষ, দীপেন্দু বিশ্বাস, দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ।

প্রতিবেদন : চোখের দৃষ্টিতে যাঁদের শুধুই অন্ধকার, তাঁদের জন্য অনুভূতিই সব। শারদোৎসবের আমেজ-উদ্দীপনায় তাঁরা যাতে পিছিয়ে না পড়েন, তার জন্য নেওয়া হল অভিনব উদ্যোগ। দৃষ্টিহীনরাও যাতে পুজোর কলকাতায় কারও সাহায্য ছাড়া একা-একাই ঘুরে বিভিন্ন মণ্ডপ দেখতে পারেন, তার জন্য বৃহস্পতিবার রোটারি সদনে উদ্বোধন হল 'ব্রেইল পুজো গাইড'-এর। সঙ্গে থাকবে ব্রেইল ডিসপ্লে স্ট্যান্ড। যৌথভাবে এমন দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ নিল দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এনআইপি, রোটারি ক্লাব এবং সাইনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, রিচা শর্মা-সহ আরও অনেকে। এদিন রামমোহন সম্মিলনী পুজোমণ্ডপের থিম পাঠ করে ব্রেইল ডিসপ্লে বোর্ডের উদ্বোধন করেন এক দৃষ্টিহীন। এই ব্রেইল গাইডের মাধ্যমে শহরের কোথায় কোন পুজো প্যান্ডেলে কী থিম হচ্ছে, তা জানতে পারবেন দৃষ্টিহীনরা। তার সঙ্গে রামমোহন সম্মিলনীর মতো কোনও পুজোমণ্ডপে ব্রেইল ডিসপ্লে স্ট্যান্ড থাকলে সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট প্যান্ডেলের থিম ও দেবীর প্রতিমার সাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন তাঁরা। সব পুজো কমিটিকেই তাঁদের মণ্ডপের পাশে ব্রেইল ডিসপ্লে বোর্ডে পুজোর থিম রাখার আবেদন জানানো হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফে। এমন অভিনব উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়ে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, কলকাতা শহরে দুর্গাপুজো মানে এত মানুষ, এত আলো, এত উৎসব। কিন্তু যাঁরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, তাঁরাও যাতে পুজোর সবটুকু আমেজের ভাগীদার হতে পারেন, তার সুযোগও আমাদেরকেই করে দিতে হবে। একইসঙ্গে শহরের যেসব পুজো উদ্যোক্তারা তাঁদের মণ্ডপে দৃষ্টিহীন, বিশেষভাবে সক্ষম ও প্রবীণদের জন্য ঠাকুর দেখার সুব্যবস্থা রাখবেন, তাঁদের জন্য এবারের শারদ-পুরস্কারের ঘোষণাও করা হয় এদিন।

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সৃষ্টি দিঘার জগন্নাথধামের অনুকরণে টালিগঞ্জ বিধানসভার ৯৮ নং ওয়ার্ডের মহিলা পরিচালিত পুজো 'নেতাজিনগর নাগরিকবৃন্দ'- এর এবারের প্রয়াস দিঘার জগন্নাথ মন্দির। মণ্ডপের সামনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ পুজো কমিটির সদস্যারা।

■ হুগলি জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে পাঁচ হাজার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, জয়হিন্দ বাহিনীর হুগলি জেলা সভাপতি সুবীর ঘোষ, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো-সহ জেলা তৃণমূলের সমস্তস্তরের নেতা ও কর্মীরা।

পুজোর আগে ৫ হাজার দুঃস্থকে নয়া বস্ত্র উপহার জয়হিন্দ বাহিনীর

সংবাদদাতা,হুগলি : পুজোর আগেই পাঁচ হাজার মানুষের মুখে হাসি ফোটাল হুগলি জেলা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনী।

বৈদ্যবাটি পুরসভা এলাকায় জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষের উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিধানসভা এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। খুশির হাওয়া দুস্থ মানুষদের মুখে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়,সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মহাতো সহ জেলা তৃণমূলের সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। সুবীর ঘোষ বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা বছর মানুষের পাশে থাকি। আর সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। নিজের সাধ্যমতো এই পুজোর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।

পুজোর আগে বাড়ল বেতন, খুশির হাওয়া

সংবাদদাতা, ব্যান্ডেল : দীর্ঘ ২১ মাস পর বেতন বাড়ল হুগলির ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা শ্রমিকদের। একইসঙ্গে বাড়ানো হল চিকিৎসা সুবিধা ও অন্যান্য ভাতা। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, আমরা লড়াই চালিয়ে গেছি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য। ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং সংগঠনের সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তালিকাভুক্ত এবং তালিকার বাইরে যেসমস্ত শ্রমিকরা রয়েছেন তাঁদের এক ধাক্কায় অনেকটাই বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে গোটা রাজ্যের সমস্ত পাওয়ার

স্টেশনগুলোতে। এতে উপকৃত হবেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আগে যেখানে ১৪ হাজার টাকা বেতন মিলত, এখন প্রায় ১৭,৫০০ টাকা হবে সেই বেতন। লিস্টেড শ্রমিকদের ভাতাও বেড়েছে এবং নন-ইএসআই কর্মীদের জন্য ১৩ দিনের মেডিক্যাল ছুটি বাড়ানো হয়েছে।

বাড়ছে বিক্রি, মিলছে নগদ মেলায় খুশি তসর শিল্পীরা

অনুরাধা রায়

■ ক্রেতার ভিড় সামলাতে ব্যস্ত গুরুপদ ভালকুন্দি।

বিক্রি বেশি মেলাতেই। মিলছে নগদ টাকা। লাভবান হচ্ছেন বাংলার হস্তশিল্পীরা। গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের রোজগার বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে মেলা, প্রদর্শনীর। মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই পুজোর মেলার আয়োজন করেছিল বিএনসিসিআই। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বসেছিল সেই মেলা। রাজ্যের ১৬টি জেলা থেকে হস্তশিল্পীরা এসেছিলেন। রেকর্ড বিক্রির কারণে একমুখ হাসি নিয়ে ফিরেছেন শিল্পীরা। মেলায় ৭২টি স্টলের মধ্যে ছিল হাতে একটি শাড়ির স্টল। নানা রঙের নকশা করা সেই শাড়ি দেখে চোখ থামতে বাধ্য। প্রত্যেকটি শাড়িরই হল হাতে বোনা তসর। লাল, নীল, হলুদের নকশায় বোনা তসরের সম্ভার নিয়ে এসেছিলেন গুরুপদ ভালকুন্দি। বীরভূমের রামপুরহাটের ২ নম্বর ব্লকের বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েতের নতুনগ্রামের বাসিন্দা তিনি। এইগ্রামে প্রত্যেকটি বাড়িতেই রয়েছে তাঁত। পাওয়ারলুম নেই, সবই হ্যান্ডলুম অর্থাৎ হস্তচালিত তাঁত। মহিলা, পুরুষ এই গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দাই তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বলে জানালেন গুরুপদ।

এক-একটি শাড়ি তৈরি করতে কতদিন সময় লাগে? এই উত্তর ছিল অবাক করার মতো। গুরুপদ জানালেন, দু'দিনের মধ্যেই একটি তসর শাড়ি তৈরি হয়। তবে সঙ্গে আর একজন সহকারী লাগে। বাজারে না মেলায়, লাভ কোথায় বেশি? গুরুপদ উত্তর দেন, লাভ অবশ্যই মেলায় বেশি। কারণ, মেলাতেই নগদ থাকা সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এখন অনেক বেশি মেলা হচ্ছে, ভিনরাজ্যেও যাচ্ছি আমরা। রোজগারও বাড়ছে। আমরা খুশি।

৬
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

রাজ্য

19 September, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেতাজিনগরে দুষ্কৃতীদের সশস্ত্র জমায়েত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে মারধর করা হয় পুলিশকে। ঘটনায় আহত সাব-ইন্সপেক্টর দীনবন্ধু কেশ। পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে

পার্টি অফিস বন্ধ করে চাবি তুলে দিলেন অধ্যক্ষাকে

দলনেত্রীর নির্দেশ পেয়েই রাজধর্ম পালন করলেন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয়

সংবাদদাতা, হাবড়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ, কোনওভাবেই সরকারি জমি জবরদখল করা যাবে না। নির্দেশ পেয়েই এবার পার্টি অফিস বন্ধ করে তালা দিয়ে চাবি কলেজের অধ্যক্ষার হাতে তুলে দিলেন হাবড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দলীয় ফ্লেক্স খুলে ঘর বন্ধ করে অধ্যক্ষা বিদিশা ঘোষদস্তিদারকে তা হস্তান্তর করেন তিনি। দলের ক্ষেত্রেও যে তৃণমূল জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলে এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

অভিযোগ উঠেছিল, কলেজের ক্লাসরুমে দলীয় কার্যালয় খোলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার আচমকা কলেজে যান বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তার পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন তিনি। কলেজের ঘর ফিরে পেয়ে খুশি অধ্যক্ষা বিদিশা ঘোষদস্তিদার। বলেন, বিধায়ক ওই ঘরে তালা দিয়ে আমার হাতে চাবি তুলে দিয়েছেন। আমাদের ঘর ফিরে পেয়েছি। আমরা খুশি। বিধায়ক, শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বহিরাগত কাউকে কলেজ চত্বরে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে কলেজ চত্বরে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প চালু করা হবে।

বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, কলেজের ঘর দখল করে সেখানে কিছু লোক পার্টি অফিস খুলেছিলেন। এসব মানা যায় না। ওই ঘর বন্ধ করে চাবি অধ্যক্ষর হাতে তুলে দিয়েছি। কলেজ কর্তৃপক্ষ চাইলে ওই ঘরটি এখন শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ঘটনা। অভিযোগ, কলেজ ভবনের কোনও পাঁচিল নেই। সেই সুযোগে কলেজের একটি শ্রেণিকক্ষ দখল করে সেখানে পার্টি অফিস খুলেছিলেন কয়েকজন। এরপরই অধ্যক্ষা বিদিশা ঘোষদস্তিদার বিষয়টি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে জানান। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদী-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরেও চিঠি লিখেছিলেন।

■ কলেজের ঘর ফিরিয়ে দেওয়ার পর অধ্যক্ষা ও অন্যদের সঙ্গে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বৃহস্পতিবার হাবড়ার বাণীপুর কলেজে।

২৪ ঘণ্টায় দ্বিতীয় বিভ্রাট গ্রিন লাইনে, ক্ষুব্ধ মেট্রোর যাত্রীরা

প্রতিবেদন : বুধবারের ৩ ঘণ্টা ভোগান্তির রেশ কাটেনি এখনও। তার মধ্যেই গ্রিন লাইনের মেট্রোয় ফের বিদ্যুৎ-বিভ্রাট! বৃহস্পতিবারও ব্যস্ত অফিসটাইমে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ রুটে যান্ত্রিক ত্রুটিতে প্রায় একঘণ্টা স্তব্ধ রইল মেট্রো চলাচল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বারের জন্য থমকে গেল গ্রিন লাইনের মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর এই নয়া রুট যেন মানুষকে সুবিধার বদলে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী! একেই পুরনো ব্লু লাইনে ভোগান্তির শেষ নেই। স্টেশনে-স্টেশনে মেট্রো আসার ক্ষেত্রে সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। নেই নিরাপত্তা-নজরদারিও। প্রকাশ্য-দিবালোকে মেট্রো স্টেশনে খুনখারাপিও সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এবার নয়া গ্রিন লাইনে প্রতিদিনই বিদ্যুৎ-বিভ্রাট কিংবা সিগন্যাল-বিভ্রাটে থমকে যাচ্ছে পরিষেবা। প্রতিদিনই চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে অফিসযাত্রীদের। কে নেবে এই অব্যবস্থার দায়? বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ একেবারে চূড়ান্ত অফিস টাইমে হঠাৎই গ্রিন লাইনে ঘোষণা, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রয়েছে! ব্যস্ত সময়ে তখন হাওড়া স্টেশন, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে অফিসযাত্রীদের ভিড় উপচে পড়ছে। তার মধ্যেই হঠাৎ বন্ধ মেট্রো! অকেজো ব্যাগ চেকিং কাউন্টার, স্মার্ট গেট। ডিসপ্লে বোর্ডে নেই পরবর্তী মেট্রোর সময়। কখন ফের পরিষেবা চালু হবে, কেউ জানে না। বুধবারও এইভাবে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণে সিগন্যালিংয়ের সমস্যা তৈরি হয়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা বন্ধ ছিল মেট্রো চলাচল। যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েন। এদিনও মেট্রো প্রায় একঘণ্টা থমকে যাওয়ায় অব্যাহত মেট্রো-যন্ত্রণা।

■ বারাসত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক রফিকার রহমান ও রহিমা মণ্ডল।

মহালয়ায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : বৃষ্টি শেষ হয়েও যেন হচ্ছে না! শুক্রবার দক্ষিণের জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার মহালয়ার দিনে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রয়েছে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। তবে মাঝে শনিবার বৃষ্টি খানিকটা কমতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়ায় আজ ৩০ থেকে ৪০ কিমি হাওয়ার সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা।

সম্প্রীতির নজির জয়েনপুরে

সংবাদদাতা, সোনারপুর : সম্প্রতি সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বনহুগলির জয়েনপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির গড়ল জয়েনপুর-কামালগাজি অটো ইউনিয়ন। জাতপাতের নামে যখন দেশ জুড়ে হানাহানি চলছে, তখন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগমের উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে জয়েনপুর থেকে কামালগাজি অটো ইউনিয়নের সর্বজনীন বিশ্বকর্মা পুজো সাড়ম্বরে পালিত হল। সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তৃণমূল কংগ্রেস স্টেট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নজরুল আলি মণ্ডল। পুজোর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আলফাজউদ্দিন খান। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আফসার সর্দার-সহ অন্যরা।

অবরোধের ডাক কুর্মিদের কোর্টের নির্দেশ

প্রতিবেদন : শনিবার থেকে লাগাতার সড়ক ও রেল অবরোধের ডাক দিয়েছেন কুর্মিরা। এই অবরোধ রুখতে রেল ও রাজ্যকে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত এক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের নির্দেশে বলেন, এই বিষয়ে ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের যে নির্দেশ ছিল সেই অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। আবেদনকারীর অভিযোগ, শনিবার ফের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ আশপাশের এলাকায় অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। কুর্মিদের দাবি, তাঁদের তফসিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেশী তিন রাজ্যেও এই অবরোধ চলে। এই অবরোধের ফলে প্রতিদিন রেলের ২১ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০২২ ও '২৩ সালে একইভাবে অবরোধ করেছিলেন তাঁরা। এর জেরে বিপুল ক্ষতি হয় রেলের। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ফের সেই একইভাবে লাগাতার অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে এই কুর্মি-সমাজই গোটা কলকাতা অচল করে দিয়েছিল।

ঐতিহ্য মেনে 'চরু' দিয়ে পুজিতা ঘোষ দস্তিদারদের সোনার দুর্গা

সুমন তালুকদার ● মধ্যমগ্রাম

ঐতিহ্য ও রীতি মেনে আজও পরমান্ন দিয়ে পুজিতা হন ঘোষ দস্তিদার বাড়ির সোনার দুর্গাপ্রতিমা। আর এই পুজো ঘিরেই মেতে ওঠে বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারদের পরিবার। ঘোষ দস্তিদারদের বাড়ির এই পুজো বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে। বর্তমানে মধ্যমগ্রামে বাদুর দিগবেরিয়া এলাকার এই পুজো বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পুজো নামেই বেশি পরিচিত। বাংলাদেশে ঘোষ দস্তিদার পরিবারে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক এই পুজোর রয়েছে উজ্জ্বল ইতিহাস। আজও সেই রক্তকাঞ্চনবর্ণা উমার পুজোয় কোনও খামতি রাখেন না সাংসদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ঐতিহ্য মেনেই সোনার দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে পুজো পান কুমারটুলি থেকে আনা মাটির প্রতিমাও। ঘোষ দস্তিদার বাড়ির এই পুজো প্রায় ৩৩৪ বছরের পুরনো। যখন থেকে এই পুজোর শুরু তখন ছিল অবিভক্ত বাংলা। সেই সময় ঘোষ দস্তিদার পরিবার বাংলাদেশের বরিশালের গাভা গ্রামে বসবাস করতেন। সেখানেই একদিন গভীররাতে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন ঘোষ দস্তিদার পরিবারের প্রবীণ সদস্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার। কথিত আছে, তিনি স্বপ্নে দেখেন রাতে দেবী দুর্গা তাঁদের বাড়ি এসেছেন। আর বাড়িতে এসে বলছেন, 'আমার খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দে।' তখন কালীপ্রসন্ন বলেন, 'আমি তো কায়স্থ। আমি কীভাবে তোমায় খেতে দেব?' জবাবে উমা বলেন, 'আমি যখন তোকে বলেছি খাবার দিতে তো দে।' এরপর কালীপ্রসন্ন কোনও কিছু না ভেবেই উমাকে স্বপ্নেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কী খেতে দেব?' মায়ের আদেশ হয়, 'ঘরের কোণে দুধ ও চাল রাখা আছে। সেটা ফুটিয়ে পরমান্ন করে দে।'

■ বাড়ির পুজোয় সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

এরপর কালীপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার রাতেই স্নান সেরে নিজের হাতে চাল ও দুধ ফুটিয়ে 'চরু' রান্না করে মাকে নিবেদন করেন। তখন থেকেই ঘোষ দস্তিদার পরিবারে শুরু হয় উমার আরাধনা। এরপর বাংলায় এসে প্রথমে হাওড়ার বাউড়িয়াতে থাকতেন ওই পরিবারের প্রখ্যাত চিকিৎসক ও প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রী ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার। পরবর্তীতে তিনি মধ্যমগ্রামের দিগবেড়িয়ায় বাড়ি করে স্থানান্তরিত হন। সেখানেই আলাদা করে এই পুজো শুরু করেন। প্রায় ২০ বছর ধরে তাঁদের এই বাড়িতে পুজো চলছে পুরনো রীতি মেনেই। মাকে দেওয়া হয় সেই পরমান্ন, যার নাম চরু। হাজার ব্যস্ততার মাঝেও পূর্বপুরুষের প্রাচীন রীতি ও নিয়ম মেনে আজও একইভাবে পুজোর আচার পালন করেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও তাঁর চিকিৎসক স্বামী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার এবং তাঁদের উত্তরসূরিরা।

৩৩ কেজি গাঁজা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ঝলজালিয়া রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে অভিযানেই সাফল্য

মালদহ মেডিক্যালে ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা

সংবাদদাতা, মালদহ : আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক নতুন মাইলফলক ছুঁলো মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল অত্যাধুনিক ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা গৌড়বঙ্গের মধ্যে সরকারিভাবে প্রথম। হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগে ফিতে কেটে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ দত্ত চৌধুরি-সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মীরা। এতদিন মালদহ মেডিক্যালে এই গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা না থাকায় ফুসফুসের সংক্রমণ, নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্টজনিত রোগের নির্ভুল পরীক্ষা-নির্ণয়ের জন্য রোগীদের কলকাতা বা অন্য বড় শহরে যেতে হত। এবার

সেই ভোগান্তি কাটল। ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে শ্বাসনালি ও ফুসফুসের ভেতরের অংশ স্পষ্ট দেখা যায়, যা সঠিক রোগ নির্ণয়ে বিশেষ কার্যকর। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, অজানা ফুসফুস সংক্রমণ বা টিউমার সবকিছুর দ্রুত শনাক্তকরণ সম্ভব হবে। ফলে স্থানীয় মানুষ শুধু উন্নত চিকিৎসাই পাবেন না, অর্থ ও সময়েরও সাশ্রয় হবে। ডাঃ অরুণাভ দত্ত চৌধুরির কথায়, এটি মালদহ তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের জন্য গর্বের বিষয়। এই পরিষেবার ফলে রোগীরা বাড়ির কাছেই আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। সরকারি উদ্যোগে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এই নতুন অধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য এক বড় স্বস্তি ও আশার আলো।

ডাকাতি রুখে দিলেন মহিলা

■ ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পিতলের বাসন পরিষ্কার করে দেওয়ার নাম করে ডাকাতির ছক রুখলেন মহিলা। আলিপুরদুয়ার বাবুপাড়ার ঘটনা। সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া মহিলার নাম পায়েল ঘোষ। তাঁর বাড়িতেই বৃহস্পতিবার দুই যুবক পিতলের বাসন পরিষ্কার করে দেওয়ার নাম করে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। ওই মহিলা যুবকদের পরিচয় এবং সংস্থার নাম জানতে চাইলেই দুই যুবক কিছু না বলেই জোর করে ভিতরে ঢুকতে যায় বলে অভিযোগ। তখনই পায়েল চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন। স্থানীয়রা ছুটে আসতেই চম্পট দেয় ওই যুবক। তাদের হাতে থাকা একটি প্যাকেট ফেলে যায় যেখানে সাদা রঙের পাউডারের মতো জিনিস রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পাইডারের প্যাকেট উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এগুলি দেখিয়েই পিতলের বাসন, গয়না পরিষ্কারের নামে লুঠ করত তারা। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানান, অভিযুক্তদের ছবি সিসিটিভি ফুটেজে দেখে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে ওদের বাইকটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে পুরসভা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বহারা চারটি পরিবারের পাশে দাঁড়াল ময়নাগুড়ি পুরসভা। গত মঙ্গলবার রাতে ময়নাগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে আগুনে ভস্মীভূত হয় চারটি বাড়ি। ঘরের আসবাবপত্র, মূল্যবান কাগজপত্র রেশন কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার নজির গড়ল পুরসভা। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি পুর সভার পক্ষ থেকে প্রায় এক মাসের জন্য চাল, ডাল, তেল, ডিম, মশলা সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় দুর্গত পরিবারগুলির হাতে। এদিন ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী, এলাকার কাউন্সিলর ও অন্যান্য পুর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী বলেন, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে আজ আমরা যতটুকু সম্ভব সাহায্য পৌঁছে দিলাম। আগামী দিনে সরকারিভাবে তাঁদের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ে আমরা গুরুত্ব সহকারে উদ্যোগ নেব। অন্যদিকে দুর্গত পরিবারগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরসভার এই সহযোগিতা তাঁদের

■ ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। তাঁদের আবেদনে উঠে এসেছে নতুন করে ঘর বানানোর দাবি। তাঁরা জানিয়েছেন, পুরসভার দেওয়া এই সহায়তায় আমরা কৃতজ্ঞ। তবে আমাদের নতুন ঘর করে দেওয়ার ব্যাপারে সরকার যদি ব্যবস্থা নেয়, তবে আমরা আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব।

বিপর্যস্ত লাইন, বন্ধ টয়ট্রেন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: উদাসীন রেল। ৫ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও স্বাভাবিক হল না টয়ট্রেন পরিষেবা। বন্ধ রয়েছে এই পরিষেবা। পুজোর মুখে এই বিপত্তিতে উদ্বেগে পর্যটনমহল। ধস সরিয়ে কবে থেকে পরিষেবা চালু হবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, রবিবার রাত থেকে বুধবার সারাদিন প্রবল বৃষ্টির জেরে রংটং এবং তিনধারিয়ার মধ্যে একাধিক এলাকায় ধস নামায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, বৃষ্টি হয়ে চলেছে উত্তরের পাহাড়-সমতলে। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ের একাধিক এলাকা।

৫০০ বছর ধরে একই কাঠামোতে পুজিত হন দেবী

অপরাজিতা জোয়ারদার, রায়গঞ্জ: প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে একচালার একই কাঠামোতে পুজিত হন দেবী। ৫০০ বছর ধরে চলে আসছে একই রীতি। সময়ের স্রোতে কাঠামোর কিছু জায়গা নষ্ট হওয়ায় হয়তো নতুন কিছু কাঠ দিয়ে কাঠামো সংস্কার করা হয়েছে। দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশের রং এক রাখা হয়েছে। রায়গঞ্জ শহরের বন্দর আদি দুর্গা মন্দির। এই এলাকাতেই এক সময় গড়ে উঠেছিল জেলার বাণিজ্য কেন্দ্র। পুজোর প্রচলন নিয়ে শোনা যায় নানান কাহিনি। একসময় কুলিক নদীর তীরে বাণিজ্য করতে আসতেন সওদাগররা। তাঁরাই এখানে পুজোর প্রচলন করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে কোনও এক সাধক এখানে এসে কালীবাড়ি ও দুর্গাবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় সাড়ে ৫০০ বছরের বেশি প্রাচীন এই পুজোয় আজও

■ এই কাঠামো সংস্কার করেই গড়া হয় প্রতিমা।

সকলে শামিল হন নিয়মনিষ্ঠা এক রেখে। প্রচলিত আছে এখানে বিজয়া দশমীর পরদিন দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয় কাঁধে করে নিয়ে। কিন্তু আজ সময় পরিবর্তনে নদী থেকে অনেকটাই সরে গেছে মন্দির। গড়ে উঠেছে জনবসতি। তাই গাড়ি করেই বিসর্জনে যাওয়া হয়। পুজোর ক'টা দিন বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এই মন্দিরে। বর্তমান প্রজন্ম পুরোনো রীতি মেনে আজও সেই নিয়ম নিষ্ঠায় পুজো করে আসছেন। শুধুমাত্র রায়গঞ্জ বা রাজ্য নয়, জাগ্রত দেবীর এই পুজোর টানে ছুটে আসেন ভিন রাজ্যের মানুষেরাও। মন্দিরের নামে জায়গার নাম আজও রাইগঞ্জ লেখা হয়। জানা যায় প্রাচীনকাল থেকেই রাইগঞ্জ লেখা হয়েছিল। বড়দের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও বন্দর দুর্গা বাড়ির পুজো ঘিরে মেতে ওঠেন।

তৃণমূলে যোগদান

■ তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। প্রতিদিন শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির ৫০টি বিজেপি পরিবার-সহ অন্যান্য বিরোধী দল থেকেও সমর্থকরা যোগদান করেন তৃণমূলে। ছিলেন ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মলয় রায়, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কো-মেন্টর গণেশ রায়, গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা রায় সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ।

জলে ডুবে মৃত্যু

■ জলে ডুবে মৃত্যু হল দেড় বছরের এক শিশুর। মর্মান্তিক ঘটনাটি মালদহের। মৃত শিশুর নাম সুমন মণ্ডল। বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের ভিতর চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিল সে। ঘরেই জমে থাকা বন্যার জলে ঘুমন্ত অবস্থায় চৌকি থেকে পড়ে যায় সুমন। পরিবার ঘরে ঢুকে দেখতে পায় শিশুটি নেই। পরে তাকে জলে ভাসতে দেখা যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সুমনকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইঞ্জিনিয়ারের বদলি

■ সেচ দফতরে চার উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারের বদলি। সূত্রের খবর, বদলির তালিকায় রয়েছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার (উত্তর) গোরাচাঁদ দত্ত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (উত্তর সার্কেল-১) প্রদীপ ভট্টাচার্য, মালদহ ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহানন্দা ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়া। শুভঙ্করকে সরিয়ে মালদহ ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আর তাঁর জায়গায় ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছেন নমিত সরকার।

চা-শ্রমিকদের পাশে

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হাঁটল জলপাইগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার কলেজের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে মাটিয়ালি ব্লকের বড়দিঘি চা-বাগানের ৪০টি শ্রমিক পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পুজোর আগে সরকারি কলেজের এই মানবিক কর্মসূচিকে ঘিরে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে এলাকার শ্রমিক পরিবারগুলির মুখে। ছিলেন সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. নীলাংশুশেখর দাস, অধ্যাপক ড. চঞ্চল সিনহা, সরণি চক্রবর্তী, বিকাশকলি বর্মন ও ড. বিকাশ রায়। অতিথি হিসেবে যোগ দেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মনোজ মাহালি এবং এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য প্রমিলা ওরাওঁ।

রাসবিহারী ঘোষের বসতবাড়ি-সহ জমি এল প্রশাসনের হাতে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দীর্ঘদিন চেষ্টার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নামে খণ্ডঘোষের তোড়কোনা গ্রামের সমাজ সংস্কারক তথা প্রখ্যাত আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষের সম্পত্তির একাংশ তুলে দেওয়া হল। আনুষ্ঠানিকভাবে রাসবিহারী ঘোষ ট্রাস্ট কমিটির পক্ষে সেবায়েত পঞ্চানন দত্ত প্রায় সাড়ে ১১ কাঠা জায়গা-সহ তাঁর বাড়ির দলিল তুলে দিলেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ-র হাতে। পঞ্চাননবাবু জানান, ১৯৮৩ সাল থেকে তাঁরা চেষ্টা করছিলেন সরকারের হাতে এই জমি তুলে দিয়ে তা সংরক্ষণের জন্য। অবশেষে অনেক দেরি হলেও কিছুটা করতে পারলেন। রাসবিহারী ঘোষের প্রায় ২ হাজার বিঘে সম্পত্তি ছিল। তার অনেকটাই বেদখল হয়ে গেছে। যেটুকু অংশ আগলে

■ নিজের দফতরে দলিল গ্রহণ করছেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ।

রাখতে পেরেছিলাম সেটাই তুলে দেওয়া হল প্রশাসনের হাতে। জেলাশাসক জানান, ইতিমধ্যেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং রাজ্য সরকারের হেরিটেজ কমিশনের প্যানেলভুক্ত আর্কিটেকরা ওই বাড়ি দেখে গিয়েছেন। তাঁদের পরামর্শমতো কীভাবে বাড়িটি সংরক্ষণ করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে রাসবিহারী ঘোষের ইতিহাস সংরক্ষণে হবে সংগ্রহশালা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে রাসবিহারী ঘোষের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে সাজানো হবে গোটা এলাকা। এদিন খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম বলেন, তাঁরা রাসবিহারীর এই বাড়িকে ঘিরে ট্যুরিজম চালুর পরিকল্পনা করছেন। এতদিন যেহেতু এটা সরকারি সম্পত্তি ছিল না, তাই অসুবিধা ছিল। এবার তা দূর হল। রাসবিহারী ঘোষের যেসব সম্পত্তি বেদখল বা জবরদখল হয়ে আছে সেগুলি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বলেন, প্রয়োজনীয় নথির খোঁজ চলছে, এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য পেলেই ব্যবস্থা নেব। অনুষ্ঠানে ছিলেন খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীন বাগ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পর্যটন) প্রতীককুমার সিং, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস প্রমুখ।

শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে পাড়া শিবিরে

বিধায়ক শম্পা সারলেন জনসংযোগ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ঐশীকে কার হাতে দিয়ে আসবেন? মা হিসাবে এই দায়িত্বের সঙ্গে রয়েছে নিজের এলাকার গুরুদায়িত্ব। তাই ছোট্ট মেয়ে ঐশীকে নিয়েই বৃহস্পতিবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে ঘুরলেন রায়নার বিধায়ক শম্পা ধাড়া। এদিন কোলে শিশুকন্যাকে নিয়ে বিধায়ককে শিবিরে আসতে দেখে উৎসুক হন অনেকেই। সহাস্যে বিধায়ক জানান, ঐশীকে কার কাছে রেখে আসবে, তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম। এদিন রায়না ১ ব্লকের শ্যামসুন্দর অঞ্চলের রুসুইখণ্ড মাসুম আলি পাবলিক ইনস্টিটিউশনে আমাদের পাড়া শিবির হয়। সেখানেই এসেছিলেন বিধায়ক শম্পা ধাড়া। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। জনগণ নিজেরাই ঠিক করবেন এলাকার কোন কাজটি সব থেকে জরুরি, কোথায় কী কাজ হবে। এখন থেকে পাড়ার ছোট ছোট সমস্যার সমাধান হবে এলাকার মানুষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। শিবিরে আসা মানুষদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তা দেখতেই আসেন বিধায়ক।

■ পাড়া শিবিরে শিশুকন্যা কোলে জনসংযোগ সারছেন বিধায়ক শম্পা ধাড়া। রায়না ব্লকে।

পাড়া শিবিরে বাল্যবিবাহ রোধের বার্তা

সংবাদদাতা, পিংলা : বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের ৫ নং মালীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্প পরিদর্শনে যান খড়্গপুরের মহকুমা শাসক পাতিল যোগেশ অশোক রাও। ছিলেন পিংলার বিডিও লেপচা শেরপা ওয়াংচু, জেলা পরিষদ সদস্য সেখ সবেরাতি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি, মানিক খাঁ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সেখ মাজারুল-সহ অন্যরা। মহকুমা শাসক বলেন, জেলায় বাল্যবিবাহের নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছে পিংলা। তাই অনুরোধ, বাল্যবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেবেন না। রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প রয়েছে তাদের জন্য। সেগুলো কাজে লাগান। মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তবেই বিয়ে দিন।

■ পাড়া শিবিরে এসডিও পাতিল যোগেশ অশোক রাও প্রমুখ।

■ বৃহস্পতিবার মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে মহিষাদল ব্লকের মোট ৮২টি পুজো কমিটিকে চেক দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, হলদিয়ার এএসপি মনোরঞ্জন ঘোষ, ডিএসপি শান্তব্রত চন্দ, মহিষাদলের ওসি নাড়ুগোপাল বিশ্বাস প্রমুখ।

নমুনা পাঠানো হল ভিসেরায়

প্রতিবেদন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর একসপ্তাহ পার। পড়ুয়ার বাবা-মায়ের দায়ের করা খুনের মামলার তদন্ত চলছে। ঘটনার রাতে অনামিকা মত্ত ছিলেন কিনা, তা জানতে বৃহস্পতিবার ভিসেরা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা ও নথি পাঠান হয়েছে। অনামিকা ওই রাতে পুকুরের পাশের শৌচাগারে গিয়েছিলেন। তবে মৃত্যুর আগে তিনি কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কাদের সঙ্গে ছিলেন; সবই খতিয়ে দেখছেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে মাত্র ৩টি সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ১৩ জনকে শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ৭ জনের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

পানের দাগ নয়, খুদেদের আঁকা ছবি ভরাচ্ছে সেতুর প্রাচীর

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • মহিষাদল

পানের পিকে আর নয় দৃশ্যদূষণ। রংবাহারি আঁকিবুঁকিতে ভরে উঠছে মহিষাদলের ঐতিহ্যবাহী সেতু। কচিকাঁচাদের মন ভাল করা এমন কাজ দাঁড়িয়ে বিহ্বল হয়ে দেখছেন পথচলতি মানুষজন। ১৮৫১ সালে মহিষাদলের রাজা লছমন প্রসাদ গর্গের হাত ধরে, দেওয়ান রাম নারায়ণগিরির উদ্যোগে মহিষাদলে হিজলি টাইডাল ক্যানেলের ওপর চলাচলের জন্য পাকাপোক্ত সেতু গড়ে তোলা হয়। সেই সেতু দিয়ে বর্তমানে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত। সেতুর একদিকে রয়েছে মহিষাদল রাজা হাই স্কুল এবং অপরদিকে মহিষাদল রাজ কলেজ এবং রাজ ইংলিশ স্কুল। এই রাজ ইংলিশ স্কুলেই পড়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের খ্যাতনামা বীর সতীশচন্দ্র সামন্ত। এই সেতুটি দীর্ঘদিন জরাজীর্ণ। সেতুর দেওয়াল হরেক বিজ্ঞাপনী পোস্টার এবং পানের পিকে ভরে ছিল। তা দেখে স্থানীয় কচিকাঁচারা নিজেরাই সেতুর দেওয়ালে চিত্রাঙ্কনের উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের এই ভাবনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বিশ্ব কলাকেন্দ্র এবং স্থানীয় বুলেটস ক্লাবের সদস্যরা। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রায় ১০-১৫ জন খুদে শিল্পীদের রং তুলির টানে সেতুর দেওয়াল জুড়ে ফুটে উঠছে বিভিন্ন মন জুড়ানো ছবি। বর্ণিতা, প্রতিভা, চন্দ্রিক, তিশা, সৈকত, শুভ্রাদের এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ, পুজোর আগেই গোটা সেতুর দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। তাই রোজ স্কুলে যাওয়ার আগে এবং স্কুল ছুটির পরে স্কুলের পোশাক পরেই সেতুর প্রাচীরে রং তুলির টান দিতে ব্যস্ত তারা। এক প্রকার নাওয়াখাওয়া ভুলেই এমন সামাজিক কাজে মেতে উঠেছে কচিকাঁচারা। বিশ্ব কলাকেন্দ্রের বিশ্বনাথ গোস্বামী বলেন, আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যাতে ব্রিজটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। এদের দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও উদ্বুদ্ধ হবে। এলাকার প্রবীণদের মতে, ১৮৯৭ সালের ২১ অক্টোবর এই সেতুর নিচ দিয়েই নৌকায় ওড়িশা যাত্রা করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই সেতুর নিচ দিয়েই এলাকায় এসেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। সেই ঐতিহাসিক সেতুতে খুদেদের এরূপ কাজে বাহবা জানাচ্ছেন অনেকেই। ইতিহাসবিদ অর্ণব রায় বলেন, এই সেতুর বহু পুরনো ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু পানের পিক ও বিজ্ঞাপনে ভরে উঠেছিল সেতুর দেওয়াল। যেভাবে খুদেরা সেই জায়গা আঁকিবুকিতে ভরিয়ে তুলছে তা খুবই ভাল নজির। এবার এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকে।

■ হিজলি টাইডাল ক্যানেলের সেতুতে চলছে পড়ুয়াদের আঁকা।

লালগড়ে ফের বাঘের আতঙ্ক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ফের বাঘের আতঙ্ক লালগড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে আজনাশুলি ও লক্ষ্মণপুরের জঙ্গলে দেখা মিলল বড় আকারের পায়ের ছাপ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১ সেমি ও প্রস্থে ১০ সেমি এই ছাপ পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বলেই মনে করছেন অনেকে। বন দফতরের অনুমান, বনবিড়াল বা নেকড়ে জাতীয় প্রাণীর ছাপ। তবে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বন দফতর। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, এটা বাঘের পায়ের ছাপ নয়, এত ছোট হয় না। বন দফতরের টিম নজরদারি রেখেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 September, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

গ্রামীণ পড়ুয়াদের পড়াশোনার মানোন্নয়নে প্রাক্তনীদের সহায়তায় চালু হল স্মার্ট ক্লাস। তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের উত্তর ধলহরা হিন্দু বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলছাত্র সরোজ মাইতি এবং প্রাক্তন ছাত্রী কল্পনা মণ্ডলের আর্থিক সাহায্যে হল ক্লাসরুম

নন্দীগ্রামে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে

বকেয়ার দাবিতে তালা ঠিকাদারদের

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বকেয়া টাকার দাবিতে এবার বিক্ষোভে শামিল হলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির ঠিকাদারেরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে নন্দীগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পাশাপাশি বিজেপি পরিচালিত নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির অফিসেও চলে বিক্ষোভ। মূলত তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের টাকা বকেয়া পড়ে আছে। বারবার টাকা মেটানোর দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি। ২০২১ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের টাকা আটকে রয়েছে বলে বিক্ষোভ দেখানো হয় এদিন। ঠিকাদারদের বিস্ফোরক দাবি, নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির অনুমতি ছাড়া কোনও বিল পাশ হবে না বলে সভাপতি ফতোয়া জারি করেছেন। তার জেরে এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন ঠিকাদাররা। দুটি পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনেই দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা চলে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বিডিও সুপ্রতিম আচার্য বলেন, ঠিকাদারদের বকেয়া টাকা মেটানোর জন্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এদিকে নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামল সাহুর বিরুদ্ধে ওঠা ফতোয়া জারির অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, কাজ খতিয়ে দেখার পরেই বিল ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলেছিলাম। আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওই ব্লকের বিডিও সৌমেন বণিক বলেন, আগামিকাল থেকে বকেয়া বিল মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

■ নন্দীগ্রাম ১ পঞ্চায়েত সমিতির সামনে পাওনাদারদের বিক্ষোভ।

■ জমি পরিদর্শনে প্রশাসনের কর্তারা।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান

পাম্প হাউসের জমি দেখে গেল প্রশাসন

সংবাদদাতা, ঘাটাল : রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পর ঘাটাল ও দাসপুরে ৫টি স্লুইস গেট তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। এবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ঘাটাল পুর এলাকায় তৈরি হবে দুটি পাম্প হাউস। ঘাটালের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণনগর এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর এলাকায় পাম্প হাউস তৈরির জায়গা ঘুরে দেখলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, মহকুমা সেচ দফতরের আধিকারিক উজ্জ্বল মাখাল, পুরপ্রধান তুহিনকান্তি বেরা-সহ প্রশাসন কর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা।

ব্যাঙ্ক থেকে উধাও বৃদ্ধ দম্পতির ৩৭ লক্ষ

সংবাদদাতা, মহিষাদল : প্রথমে অজানা নম্বর থেকে ফোন এবং পরে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার ম্যাসেজ। আর এতেই রাতের ঘুম উড়েছে মহিষাদলের বৃদ্ধ দম্পতি সুদামচন্দ্র বোদক ও তাঁর স্ত্রী তারারানি বোদকের। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এক্তারপুর গ্রামের এই বৃদ্ধ দম্পতির ফোনে প্রথমে একটি কল আসে। সেই কলে সাড়া দেননি তাঁরা। এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁদের মোবাইলে কয়েক দফায় টাকা তুলে নেওয়ার মেসেজ দেখতে পান তাঁরা। জানা যায়, যে নম্বরটিতে কল এসেছিল সেটি দু'জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই মোট ৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তুলে নেয় প্রতারকেরা। ইতিমধ্যে জেলা সাইবার সেল এবং মহিষাদল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই দম্পতি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত শিশু

সংবাদদাতা, হলদিয়া : জাতীয় সড়কে ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৪ বছরের শিশু কিরণ পণ্ডার। বাড়ি মহিষাদল থানার চাঁপি গ্রামে। তার বাবা সৌমিত্র পণ্ডার সঙ্গে শিশু কিরণ বুধবার বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে হলদিয়ায় পিসির বাড়ি গিয়েছিল। বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা পর্যন্ত সাইকেলে তার এক দাদা কিরণকে নিয়ে যায়। বাসস্ট্যান্ডের সামনে কিরণ তার বাবার কাছে যাওয়ার সময় হঠাৎই ব্রজলালচকের দিক থেকে একটি ট্রেলার এসে তাকে ধাক্কা মারে। ফলে পথদুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক শিশুটিকে প্রথমে দুর্গাচক হাসপাতালে এবং পরে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হলে রাতে শিশুটি মারা যায়। ঘাতক ট্রেলারটি আটকে চালকের খোঁজে পুলিশ।

■ হাসপাতালে অসুস্থদের সঙ্গে কথা বলছেন বিধায়ক অরূপ ধাড়া।

ফুচকা খেয়ে অসুস্থদের দেখতে হাসপাতালে চন্দ্রকোনার বিধায়ক

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : বেলগেড়িয়া গ্রামে ফুচকা খেয়ে বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রায় ৩৫ জন। প্রায় সকলের বমি ও পায়খানা শুরু হয়। এঁদের মধ্যে ১৫ জনকে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের ধারণা, ফুচকার জলে বিষাক্ত কিছু মিশে ছিল যার ফলে এই ঘটনা। অসুস্থদের মধ্যে মহিলা, পুরুষ ও শিশুরাও রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অসুস্থদের দেখতে বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে যান চন্দ্রকোনার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ ধাড়া। তিনি কথা বলেন অসুস্থদের সঙ্গে। শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। বিধায়ক জানান, অসুস্থদের খোঁজ নিলাম, চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বললাম। আগের থেকে শারীরিক অবস্থা এখন ভাল। যাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে তাঁদের কয়েকজনকে আজ ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকিরাও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

গৃহস্থবাড়িতে চুরি, ধৃত চোর

সংবাদদাতা, তমলুক : গত বুধবার তমলুক শহরের এক গৃহস্থবাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার সুব্রত মণ্ডল। বাড়ি তমলুক পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে, গত বুধবার তমলুক পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তপন ভৌমিকের বাড়িতে দুপুরবেলা দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। সেই সময় তপনবাবুর স্ত্রী অমিতা বাজারে গিয়েছিলেন এবং তপনবাবু বাথরুমে ছিলেন। আচমকা বিকট শব্দ পেয়ে তপনবাবু বেরিয়ে এসে চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেললেও চোর সুকৌশলে বলে, সে বাড়ি রং করতে এসেছে। পরে তপনবাবুর সন্দেহ হলে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সে ধাক্কা মেরে পালায়। পরে তপনবাবু আলমারি খুলে দেখেন লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না উধাও। তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ করলে তার ভিত্তিতে চোরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালত সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

পথশ্রীতে জেলাজুড়ে হবে ৬২০ নতুন রাস্তা

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লকে রয়েছে রাস্তা নিয়ে সমস্যা। ভোটের আগেই যার সমাধানে এগিয়ে এল জেলা প্রশাসন। এবার পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ দফার কাজ শুরু হচ্ছে। আর এই দফায় নতুন করে জেলার ৬২০টি রাস্তার প্ল্যান ও এস্টিমেট ইতিমধ্যেই জমা হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ জানান, পথশ্রীর চতুর্থ দফার কাজে যে রাস্তাগুলি ধরা হয়েছে, সেই রাস্তার কাজ কোথাও পঞ্চায়েত সমিতি, কোথাও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্ল্যান ও এস্টিমেট জমা করা হয়েছে। নতুন রাস্তাগুলির কাজ শুরু হবে খুব শিগগিরই। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলার ২১টি ব্লকে এই নতুন রাস্তাগুলি তৈরি হবে। সব ক'টি রাস্তা হবে পিচ বা কংক্রিটের। বন্যা কবলিত ঘাটাল মহকুমার বেশ কয়েকটি রাস্তা একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই রাস্তাগুলিরও নতুন করে সারাই করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পুজোর আগে নতুন রাস্তার কাজ শুরু হলে মানুষ খুশি হবেন বলে জানান পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ।

গড় জঙ্গলে রাজা লক্ষ্মণসেন প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের প্রাচীন পুজো

অনির্বাণ কর্মকার • দুর্গাপুর

কথিত আছে, রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড় থেকে এসে কাঁকসার গড় জঙ্গলে আত্মগোপন করে ছিলেন। আর এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি গড়ে তোলেন শ্যামারূপা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরে এক সময় সিদ্ধিলাভের আশায় কাপালিকদের আনাগোনা শুরু হয়। এখনও এই মন্দিরে প্রায় ১০০০ বছরের পুরনো পুজো হয়ে চলেছে বলে দাবি করেন এখানকার পুরোহিত। এক সময় নরবলি দেওয়া হত বলেও জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব সেই নরবলি প্রথা বন্ধ করার জন্য কাপালিককে দেবীর শ্যামারূপ দর্শন করান। তারপর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় নরবলি। আর তার পর থেকেই এই মন্দিরের আরাধ্য দেবীর নামকরণ হয় শ্যামারূপা মা। কথিত আছে, বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা হয় এভাবেই। সেবায়েত দিলীপ রায় জানান, একটা সময় কামানের তোপের আওয়াজ পাওয়ার পরেই বলিদান হত। তা এখন আর হয় না। বর্তমানে পঞ্জিকার সময় দেখে পুজোপাঠ হয়। দুর্গাপুজোর সময় দূরদূরান্তের বহু মানুষেরও গন্তব্য হয়ে ওঠে কাঁকসার গড় জঙ্গলের এই শ্যামারূপা মন্দির। যা কয়েকশো বছর ধরে একইভাবে চলে আসছে।

কাঁকসার শ্যামারূপা মা

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 September, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

আবেদন পাওয়ামাত্রই রাস্তা, পথবাতির কাজ শুরু

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বলে দিচ্ছে—এই কর্মসূচি বাংলার ইতিহাসে এই যুগান্তকারী কর্মসূচি। এক মাসে ১ কোটি। ক্যাম্প শুরু হওয়ার মাত্র একমাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর এই স্বপ্নের প্রকল্প এক কোটি মানুষকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষই বলছেন তাঁদের পাড়ায়-গ্রামে-অঞ্চলে-বুথে তাঁরা কী চান! কোনটা অগ্রাধিকার! সেইমতোই মিলছে সমাধান। শিবিরে সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরা শুনছেন সাধারণের কথা। শিবিরের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন জাগোবাংলার পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি **তুহিন শুভ্র আগুয়ান**

শিবির সংখ্যা: ১৫৪৯

শিবিরে অংশ নিয়েছেন : ১৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৯৮ জন মানুষ। প্রতিটি ক্যাম্পে গড় ১০৫৪ জন মানুষ অংশ নিয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের মোট বুথের সংখ্যা ৪৪২০টি। যেখানে ৪২৩৩টি বুথের মানুষ ইতিমধ্যে এই ক্যাম্পে অংশ নিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বাকি রয়েছে ১৮৭টি বুথ। পূর্ব মেদিনীপুরে এখনও পর্যন্ত মোট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলায় মোট ৬৬৩১৩টি স্কিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গড়ে প্রতিটি বুথ থেকে ১৬টি স্কিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারমধ্যে জেলার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে ২৫১৭৪টি স্কিম। ইতিমধ্যে অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে ২৪৯১৯টি স্কিম। বর্তমানে ২০৪৪টি স্কিমের টেন্ডার প্রসেসও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে প্রথম ধাপে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ৮০ কোটি টাকা পেতে চলেছে। জেলায় জমা পড়া স্কিমের সবথেকে বেশি পরিমাণ স্কিম জমা পড়েছে রাস্তার জন্য।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
আপনার মতামত, আপনার প্রয়োজন, আপনার সিদ্ধান্ত

সমাধান: আবেদন পাওয়ামাত্রই দ্রুত হয়েছে সমাধান। ৪৮.৪৭% স্কিম কেবলমাত্র রাস্তা সারানোর দাবি জানিয়েছেন মানুষজন। এছাড়াও ২০.৯৯% স্কিমের আবেদন পথবাতির জন্য। ৮.২৯% আবেদন জমা পড়েছে জলের জন্য। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মোট ২৫টি ব্লক এবং পাঁচটি পুরসভা এলাকায় বর্তমানে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো ক্যাম্পে গিয়ে মানুষের কোনওরকম অসুবিধা হচ্ছে নাকি খোঁজ নিচ্ছেন বিধায়করাও। ইতিমধ্যে তমলুক ও হলদিয়া মহকুমা এলাকার ৫টি ক্যাম্প পরিদর্শন করে গেছেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। জেলায় রাত্রিবাস করে কাঁথি মহকুমার ৩টি ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলেছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মানুষের পালস বুঝতে একপ্রকার নেমে পড়েছেন জনপ্রতিনিধিরাও। বৃহস্পতিবার মহিষাদলের বেতকুণ্ডু এলাকায় একটি ক্যাম্পে আচমকা যান বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী। তাঁকে ধরে এক বৃদ্ধ রাস্তার আবেদন জানান। মানুষের ব্যাপক সাড়ায় বিধায়ক বলেন, এটাই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। যেখানে কোন কাজ আগে হবে সেটি ঠিক করতে পারছেন সাধারণ মানুষরাই। গত কয়েকদিন আগে শহিদ মাতঙ্গিনীতে মন্ত্রী উদয়ন গুহকে কাছে পেয়ে স্থানীয় এক যুবক তরুণ সামন্ত স্কুল সারানোর জন্য আবেদন জানান। তরুণবাবু বলেন, এই ধরনের কর্মসূচি বলে বোঝানোর ভাষা নেই। মন্ত্রী যেভাবে এসে আমাদের কর্মসূচির কথা শুনছেন আমরা আপ্লুত।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, এই কর্মসূচিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক সাড়া পেয়েছি আমরা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্কিমের টেন্ডার হয়ে গেছে। মানুষের যাতে শিবিরে যেতে কোনোরকম অসুবিধে না হয় সে ব্যাপারেও আমরা নজর রাখছি।

চেয়ারম্যান, সভাপতির নাম ঘোষণা

কোচবিহার ২ ব্লকের খাগড়াবাড়ি অঞ্চল কমিটির নতুন চেয়ারম্যান ও সভাপতির নাম ঘোষণা করলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বৃহস্পতিবার জেলা অফিসে ওই নাম ঘোষণা করেন তিনি। অভিজিৎবাবু জানান, অঞ্চল কমিটির হিসাবে চেয়ারম্যান দীপক অধিকারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চলের সভাপতি করা হয়েছে সুকুমার দাসকে। তাঁরা মানুষের আস্থা, ভরসা ফেরাবেন বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি। গত লোকসভা ভোটে ওই অঞ্চলে সাড়ে ৮ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। অভিজিৎবাবু, খাগড়াবাড়ি বাজার সংস্কার-সহ বেশ কিছু সমস্যা সমাধানেও পুজোর পর উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী বিধানসভা ভোটে জেলায় নয় আসনেই জয় পেতে চাইছে তৃণমূল। তাই প্রতিটি ব্লক, অঞ্চলের সাংগঠনিক বিষয়ে জোর দিচ্ছে দল। দলের জেলা সভাপতি জানান, অঞ্চল সভাপতি আগেই পদত্যাগ করেছিলেন।

কর্মীদের সম্মান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মালদহে উদযাপিত হল সুপুষ্টি মাস। এই উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের দুর্গাকিঙ্কর অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার, রাজ্যের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরি এবং জেলা পরিষদের কো-মেন্টর চৈতালি ঘোষ সরকার-সহ অন্যান্য অতিথিরা। জেলার ১৫টি ব্লক ও দুটি শহর এলাকার আইসিডিএস কর্মী-সহায়িকা এবং সুপারভাইজারদের অংশগ্রহণে নানা সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীদের সম্মান জানানো হয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

উল্টেও রক্ষা পেল নৌকা

বার্ষিক প্রথা মেনে মালদহ জেলার গাজোল ও বামনগোলা থানা সীমানা লাগোয়া টাঙন নদীতে অনুষ্ঠিত হল নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। পুজোর আগেই প্রতি বছর এই সময়ে আয়োজিত হয় এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতা। নদীর দুই পাড়ে ভিড় জমায় হাজারো দর্শক। কিন্তু উত্তেজনার মাঝেই ঘটে বিপত্তি। এক মাঝারি আকারের নৌকা হঠাৎ উল্টে যায় গভীর জলে। টাঙন নদীর কিছু অংশের গভীরতা প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিএম দল ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন স্তরে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ছে। এবার আয়কর বিভাগেও ঢুকে পড়ল এই নয়া প্রযুক্তি। আর এর সাহায্যেই কর ফাঁকির বিরুদ্ধে লড়তে নিয়ে আসা হল প্রোজেক্ট সত্য

মন কাড়ে ‘জাগো দুর্গা’ প্রতিযোগিতা

নয়ডা কালীবাড়ির পুজোয় এবার কেদারনাথ মন্দির

সুদেষ্ণা ঘোষাল, নয়ডা

থিম না সাবেকিয়ানা? দুর্গাপুজো করতে নেমে কোন পথে হাঁটবেন তাঁরা? বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে চলতে থাকা এই প্রতিযোগিতার রেশ পৌঁছে গিয়েছে রাজধানী দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকাতেও। এরই মাঝে গত চার দশক ধরে থিম নির্ভর পুজো করে সাড়া ফেলে দিয়েছে দিল্লি লাগোয়া নয়ডা কালীবাড়ি। এবারে ৪৩ তম বছরে নয়ডা কালীবাড়ির পুজোর থিম কেদারনাথ মন্দির। বিভিন্ন কারণে যাঁরা আসল কেদারনাথ মন্দির দর্শন করতে পারেননি, তাঁদের সবার ক্ষেত্রেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই নয়ডা কালীবাড়ির এই আয়োজন। বাংলা থেকে আসা শিল্পীরা তাঁদের নিপুণ হাতের কাজে ধীরে ধীরে সাজিয়ে তুলছেন পুজো মণ্ডপকে। এখানকার প্রতিমায় থাকছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, যেখানে ডাকের সাজের এক চালার মাতৃমূর্তি দর্শনার্থীদের মন ভরিয়ে দেবে বলেই দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। ১৭ ফুট উঁচু এই মাতৃমূর্তি তৈরি করা হচ্ছে দিল্লিতেই। নয়ডার সব থেকে পুরনো এই দুর্গাপুজোর প্রতিদিনই থাকে পেটভরে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা। আপামর দর্শনার্থীরা মায়ের প্রসাদ পেয়ে থাকেন সারিবদ্ধভাবে। যদি কেউ মায়ের জন্য আলাদা ভাবে ভোগ নিবেদন করতে চান, তাহলে তাঁদের জন্যও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। প্রতিবারের মতো এবারেও থাকছে মায়ের অঞ্জলির ব্যবস্থা, যেখানে আট থেকে আশির সবাই এই অঞ্জলিতে অংশ নিতে পারবেন। দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির পেটপুজো। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই নয়ডা কালীবাড়ির পুজো মণ্ডপ প্রাঙ্গণে থাকে হরেক রকমের খাবারের স্টল। সঙ্গে থাকে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন দিল্লি, বাংলা এবং মুম্বইয়ের নামীদামি শিল্পীরা। পুজো কমিটির সহসভাপতি অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গ্রেটার নয়ডা, গাজিয়াবাদ, নয়ডার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এই পুজো কমিটির তরফে নয়ডা, গ্রেটার নয়ডার পুজো কমিটিগুলির মধ্যে ‘জাগো দুর্গা’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে সেরাদের জন্য থাকে বিশেষ পুরস্কার।

সফ্টওয়্যার দিয়ে তালিকা থেকে নাম মুছে দেওয়া হয়েছে নাম

বিহারের পর এসআইআরের থাবা এবার রাজধানী দিল্লিতে

প্রতিবেদন: বিহারের পরে এসআইআরের থাবা এবার খোদ রাজধানী দিল্লিতে। কিছুটা অবাক করে দিয়েই নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল, দিল্লিতে ভোটার তালিকায় নিবিড় পরিমার্জনের কাজ শুরু করছে তারা। তবে কবে থেকে এসআইআরের মূল প্রক্রিয়া শুরু হবে তা সুনির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি এখনও। সেই তারিখ পরে জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বিহারে এসআইআর নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠার পরে নির্বাচন কমিশন বাংলায় এসআইআর শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তোড়জোড় শুরু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক মহল থেকে সর্বস্তরে আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে, বিজেপির নির্দেশে বিহারের মতো বাংলাতেও ভোটচুরির চক্রান্ত করছে কমিশন। কিন্তু এরই মাঝে আচমকাই দিল্লিতে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুরু করার সিদ্ধান্ত কেন, রহস্য দেখা দিয়েছে তা নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এসআইআরের আড়ালে এবারে কি রাজধানীতে নতুন কোনও ফন্দি আঁটছে গেরুয়া শিবির? ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে বিহারের মতো দিল্লিতেও প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে? এদিকে বিজেপি তথা মোদি সরকারের ভোট কারচুপির বিরোধিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের মতোই সোচ্চার হলেন লোকসভার বিরোধী রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে সফ্টওয়্যার দিয়ে মুছে দেওয়া হচ্ছে নাম। বৃহস্পতিবার কর্নাটকের একাধিক আসনের ভোটচুরিকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র নিশানা করেন তিনি। তাঁর দাবি, কর্নাটকে কয়েকটি কেন্দ্রে হাজার হাজার ভোট চুরি হয়েছে। কর্নাটক রাজ্য পুলিশের সিআইডি এই ভোট চুরির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ বার কমিশনের কাছে তথ্যপ্রমাণ চাওয়া সত্ত্বেও যথোপযুক্ত প্রমাণ মেলেনি। এদিন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভার বিরোধী দলনেতা কমিশনকে ভোটে কারচুপির তথ্য পেশ করার জন্য সাতদিনের সময়সীমা দিয়েছেন। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা জানান, কর্নাটকের আলন্দ কেন্দ্রের ৬০১৮ জন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ভুয়ো লগইন ব্যবহার করে। এই বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাকেত গোখেল তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপিকে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ইস্তফা দাবি তৃণমূল সাংসদের

প্রতিবেদন: ভোটচুরির দায় স্বীকার করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র। নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে মহুয়া বলেন, ভোটচোররা মানব নিয়ন্ত্রিত ভোটার মেশিন ব্যবহার করে কারচুপি করছে। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে এদিন একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেলও। তাঁর কটাক্ষ, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি একে অন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোট চুরি করছে।

মদ্যপ পুলিশের কুকীর্তি

প্রতিবেদন : খোদ রাজধানীতে মদ্যপ পুলিশের কুকীর্তি। পিসিআর ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল চায়ের দোকানের মালিক গঙ্গারাম তিওয়ারির। বৃহস্পতিবার ভোরে রামকৃষ্ণ আশ্রম মেট্রো স্টেশনের কাছে পুলিশ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রোডসাইড র‍্যাম্পে উঠে ধাক্কা মারে গঙ্গারামকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ভ্যানে ওই সময় ছিল দুই পুলিশকর্মী ও এক মহিলা। প্রত্যেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। এলাকার লোকজন তাড়া করে ধরে ফেলে তাদের। সাসপেন্ড করা হয়েছে দুই পুলিশকর্মীকে।

মেঘালয়ে মুখ্য সচেতক পিনগ্রোপ

প্রতিবেদন : মেঘালয় বিধানসভায় বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক হলেন তৃণমূল বিধায়ক চার্লস পিনগ্রোপ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথনির্দেশে এই নিয়োগ। এই পদক্ষেপের ফলে মেঘালয় বিধানসভায় তৃণমূল আরও বলিষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছে তৃণমূল।

মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত

প্রতিবেদন : সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহঠাকুরতার একটি প্রকাশনা বন্ধ করার আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার শুনানিতে দিল্লির আদালতের মন্তব্য, আদানি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড নিজেই নিশ্চিত নয় যে সাংবাদিকের প্রকাশিত বিষয়বস্তুগুলি সত্যিই মানহানিকর ছিল কি না। জেলা জজ সুনীল চৌধুরী বৃহস্পতিবারের শুনানিতে বলেন, আপনারা কী ধরনের আইনি সহায়তা চাইছেন? আপনারা নিজেরাই নিশ্চিত নন যে এটি মানহানিকর কি না। আপনারা আদালতের কাছে একটি ঘোষণা চাইছেন। যদি এটি মানহানিকর বলে ঘোষণা না করা হয়, তাহলে কীভাবে এটি বন্ধ করার আদেশ দেওয়া যেতে পারে?

বিহারে প্রবল চাপে বিজেপি-নীতীশ জোট একাধিক সমীক্ষায় পরিবর্তনের হাওয়া

প্রতিবেদন: যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর নীতি লঙ্ঘন করে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে মোদি সরকার। সাধারণ বাজেটে না থাকলেও বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই ভোটের মাত্র কয়েকমাস আগে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করছে একের পর এক উন্নয়নমুখী প্রকল্প। একইসঙ্গে চলছে ঢালাও প্রতিশ্রুতির পালা। এই সব প্রতিশ্রুতির কতগুলি বাস্তবের মাটিতে পা রাখবে, তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন থাকছেই। এই আবহেই বিহারের ভোট ময়দানে কিন্তু অন্য ছবি ধরা পড়ছে। বিহারে ক্রমেই ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে বিজেপি তথা এনডিএ জোট। বিহারের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে একের পর এক জনমত সমীক্ষায় দাবি করা হচ্ছে, বিহারে প্রবলভাবে সরকার বিরোধী হাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সব সমীক্ষার দাবি, বিহারের ভোটারদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ ভোটার পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছেন। এঁদের মধ্যে আছেন পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণির ভোটাররাই।

এই সব সমীক্ষায় আরও দাবি, গ্রাম ও শহর দুটি জায়গাতেই সরকার বিরোধী হাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এইসব সমীক্ষা করা হয়েছে বিরোধী শিবিরের তরফে পরিচালিত ভোটার অধিকার যাত্রার পরে। সমীক্ষায় দাবি, ভোটার অধিকার যাত্রার পরে আরও বেশি চাপে পড়ছে সরকার পক্ষ। একইসঙ্গে সমীক্ষার দাবি, বিহারের উঠতি প্রজন্ম মরিয়া হয়েই বিকল্প সন্ধান করছেন। বিহারের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবার অভাব, সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নগুলির সমাধান দিতে না পারা এনডিএ জোট আরও চাপে পড়বে আগামী দিনে, দাবি করা হচ্ছে এই সব ভোট বিশ্লেষণী সমীক্ষায়।

সব ধর্মকেই সম্মান করি বললেন প্রধান বিচারপতি

প্রতিবেদন : প্রবল চাপে পড়ে নিজের মন্তব্য থেকে সরে এলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তাঁর কথায়, প্রত্যেক ধর্মকে তিনি সম্মান করেন। তাঁর মন্তব্যকে অযথা অন্যভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। লক্ষণীয়, খাজুরাহোর বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা মামলায় প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের লেগেছে বলে অভিযোগ। একটি জনস্বার্থ মামলায় মামলাকারীর আবেদন ছিল, মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক শীর্ষ আদালত। কিন্তু প্রধান বিচারপতি মামলাটিকে গুরুত্বই দেননি। বরং মামলাকারীকে তীব্র ভর্ৎসনা করে খারিজ করে দেন মামলা। তাঁর বক্তব্য, আপনি তো বিষ্ণুর ভক্ত। যান বিষ্ণুকেই বলুন, এ-ব্যাপারে তিনি যদি কিছু করতে পারেন। প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্যে তীব্র আপত্তি জানান আইনজীবীদের একাংশ। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ আনেন তাঁরা।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু তিনিই নন, তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও ভোটাধিকার বাতিল করে দিল বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন

আটলান্টার উমা আরাধনায় বাংলার আদিবাসী মহিলাদের হস্তশিল্পের ছোঁয়া

জিনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ মুকুট পরে প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। প্রতি বছরই শারদোৎসব বাংলা তথা দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশের নানা প্রান্তে বঙ্গীয় মনন ও জীবনে খুশির দোলা দিয়ে যায়। আনন্দ দ্বিগুণ হয় যখন কলকাতার প্রতিমা পৌঁছে যায় সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায়, কিংবা মন ভাল করা খবর হয়ে শিরোনামে উঠে আসে আসানসোলের আদিবাসী মহিলাদের হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ির উদ্যোগ। এবারই যেমন আটলান্টার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ সেজে উঠছে আসানসোলের বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী মহিলাদের হস্তশিল্প-শৈলীতে।

পুজো মানে শুধুই চারদিনের আনন্দ নয়, বরং বছরের বাকি সব ক'টা দিন প্রাণভরে বাঁচার রসদ সংগ্রহ করে নেওয়া। অর্থনৈতিক উজ্জীবন। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান। বাঙালিরা যেখানেই থাকুক তার শিকড়ের টান তীব্র হয়ে ওঠে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। কর্মসূত্রে বা প্রয়োজনে বাংলা ছেড়ে বিদেশে থাকা বঙ্গভাষীরা শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রবাসের মাটিতে তুলে ধরার আগ্রহ দেখান। এভাবেই চলতি বছর আসানসোলের

আদিবাসীদের হাতে তৈরি দেওয়াল অঙ্কন, প্রতিমার সাজসজ্জা, চালচিত্র, গয়নার ডিজাইন পৌঁছে গিয়েছে সুদূর আটলান্টায়। খুশি শিল্পীরা। রীতিমতো উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সব কাজ শেষ করেছেন। আসানসোলের ফুড এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কর্ণধার চন্দ্রশেখর কুণ্ডু জানিয়েছেন, আমেরিকার আটলান্টা শহরে বসবাস করেন শান্তনু কর ও ইন্দ্রাণী কর। জন্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা

হলেও কর্মসূত্রে আমেরিকা নিবাসী। গত চারবছর ধরে সেখানেই দুর্গাপুজো করছেন এই দম্পতি।

এবারের থিম 'প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বনির্ভরতার অঙ্গীকার'। তাঁদের পুজো মণ্ডপ সেজে উঠবে আসানসোলের আদিবাসীদের হাতের তৈরি চালচিত্র ও গয়নার ডিজাইনে। তাঁদের এই কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন চিত্রশিল্পী সুমিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা রায়চৌধুরী।

আদিবাসী মহিলাদের হাতে তৈরি এইসব জিনিস আমেরিকার আটলান্টা শহরে পাড়ি দেওয়ায় গর্বিত প্রান্তিক এলাকার শিল্পীরাও। তাঁরা বলছেন, শুধু একটু বেশি উপার্জনের আশা নয় বরং তাঁদের হাতে তৈরি সৃজনশীল কাজ বাংলার অহংকার হয়ে বিদেশের মাটিতে সবার মন জয় করবে এটাই পরম প্রাপ্তি।

চালু নতুন অ্যাপ, বাংলাদেশে এবার বাড়ছে পুজোর অনুদান

ঢাকা: ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বেড়ে চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন সংখ্যালঘুরা। রেহাই নেই ধর্মস্থানেরও। উদ্বেগ ছড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরেও। ঝড় উঠেছে নিন্দার। এই পরিস্থিতিতে এবার কি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামছে ইউনুস সরকার? দুর্গাপুজোর মুখে মিলেছে সে ইঙ্গিতই। দুর্গাপুজো উপলক্ষে ঢাকার রমনা কালীমন্দির পরিদর্শনে গিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এবছর দুর্গাপুজোর অনুদান ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবছর এক কোটি টাকা বাড়ানো হচ্ছে সরকারি অনুদান। তাঁর দাবি, গত ১৫ বছর এই অনুদানের অঙ্ক ছিল ২ কোটি টাকা। এখানেই শেষ নয়, পুজো নির্বিঘ্নে করার জন্য চালু করা হয়েছে একটি নতুন অ্যাপও। কোথায় কী ঘটছে এবং কোথায় কোন মণ্ডপ, তা দেখা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমেই। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দাবি, বাংলাদেশে এবারে পুজোর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশি।

চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টি, নিখোঁজ একাধিক

দেরাদুন: পরপর বিপর্যয়। দেরাদুনের পর এবার চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের একাধিক এলাকা। নন্দনগরে বুধবার গভীর রাতে বৃষ্টি ও হড়পা বানের স্রোতে অন্তত ছ'টি বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নিখোঁজ বহু, জোরকদমে চলছে উদ্ধার কাজ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল থেকেই বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ছিল। দুর্যোগের আশঙ্কার মাঝেই রাতে চামোলি জেলায় শুরু হয় মেঘভাঙা বৃষ্টি।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আচমকা হড়পা বান আসায় মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যায় একাধিক বাড়ি। প্রাথমিকভাবে ১০ জনের নিখোঁজ থাকার খবর মিলেছে। দ্রুত নন্দানগরে পৌঁছে যায় পুলিশ। বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের সঙ্গে মেডিক্যাল টিমও পৌঁছে যায়। পলির স্তূপ থেকে দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর।

বৃহস্পতিবার সকালে ধস নেমেছে দেবপ্রয়াগেও। বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের উপর ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। সোমবার রাতেও দেরাদুন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখনও আটকে রয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

দিশা দেখাল রাজ্য

(প্রথম পাতার পর)

সংস্থা এই রাজ্যে লজিস্টিক খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমাজন, ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থা রাজ্যে বড় বড় ওয়্যারহাউস তৈরি করেছে। হরিণঘাটায় ফ্লিপকার্ট তাদের লজিস্টিক হাব গড়ে তুলেছে, হুগলিতে বিনিয়োগ করছে আমাজন। কলকাতা বর্তমানে দেশের অন্যতম বড় লজিস্টিক কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে।

প্রশাসনের মতে, লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হলে বিনিয়োগকারীরা সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবেন, পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ২০২৩ সালে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই লজিস্টিক নীতি তৈরি করেছিল। এবার লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ায় তা আরও গতি দেবে বলেই আশা করা হচ্ছে। সিআইআই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দেবাশিস দত্ত এ-প্রসঙ্গে বলেন, এটি কেবল একটি নীতিগত পরিবর্তন নয়, এটি বাংলার ভবিষ্যতের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আঞ্চলিক উন্নয়নের মঞ্চ তৈরি করবে। বাংলাকে পূর্ব ভারতের লজিস্টিক হাবে পরিণত করবে।

এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাজপুর-ডানকুনি-রঘুনাথপুর আর্থিক করিডরের আশপাশে শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প উন্নয়ন নিগমকে ২০০ একর জমি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন সংস্থায় ১৫টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জেল বাঙালি ডাক্তারের

(প্রথম পাতার পর)

হেনস্থার অভিযোগ! এমনকী, তাঁর মহিলা সহকর্মীদের অভিযোগ, তিনি নারীশরীরকে 'তাজা মাংস' ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না।

ল্যাঙ্কাশায়ার ব্ল্যাকপুল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে হৃদরোগ চিকিৎসার বিভাগীয় প্রধান অমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বারবার জুনিয়র কর্মীদের নির্যাতন করেছিলেন তিনি। ২০২৩-এ লাগাতার অভিযোগের পরে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১০ জন অমলের যৌন হেনস্থার শিকার। অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতির সময় এক নার্সের স্তন খামচে ধরেছিলেন তিনি। আরেক মহিলা সহকর্মীর অভিযোগ ছিল, পেন খোঁজার নাম করে অমল তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্তন খামচে ধরে সেটিকে 'তাজা মাংস' বলে বিকৃত মন্তব্য করেন।

প্রিস্টন ক্রাউন কোর্টে বিচারক ইয়ান আনসওয়ার্থ অমলকে 'সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারি' বলে বর্ণনা করেন। বলেন উচ্চ পদমর্যাদা ব্যবহার করে সহকর্মীদের 'টার্গেট' করতেন অমল। কৃতকর্মের কোনও প্রকৃত অনুশোচনা দেখা যায়নি এই চিকিৎসকের মধ্যে। ফলে আদালত তাঁকে ৬ বছরের সাজা শোনায়।

একসময় অভয়ার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বইয়ে ছিলেন যাঁরা, তাঁদের অনেকের মুখ থেকেই মুখোশ খসে পড়ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরজি করের নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে রাস্তায় হেঁটেছেন। আর দেশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে এইসব অমলেরা বিদেশের মাটিতে তাঁর সভা পণ্ড করতে গিয়েছিলেন। এখন এইসব ভেকধারী চিকিৎসকদের আসল রূপ প্রকাশ্যে আসছে।

পুজোর নীল নকশা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

দেন, কেউ যাতে আলটপকা একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য না করেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য সরকার ও দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। এদিনের বৈঠকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জিএসটি : নির্মলার সুফলের পাল্টা কটাক্ষ করল তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

উল্লেখ্য, নতুন জিএসটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে লাগু হতে চলেছে। এদিনের আলোচনায় যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এড়িয়ে গিয়েছেন তা হল, জিএসটি কমে যাওয়ার কারণে রাজস্ব আদায়ও কমে যাবে। প্রশ্ন হল, এই কমে যাওয়া রাজস্ব কে দেবে? বাংলা-সহ বিরোধীদের দাবি, কেন্দ্রকেই ঘাটতি মেটাতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্যুটিং চলছে রণবীর সিংহ-এর পরবর্তী ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর। তিনি ছাড়া এই ছবিতে রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, মাধবনের মতো তারকারা। পাকিস্তানের মাটিতে দুঃসাহসী ভারতীয় গুপ্তচরদের কর্মকাণ্ড নিয়েই নাকি ছবির গল্প তৈরি

সিনেস্কোপ

কেমন হল বাগি ৪

মারকাটারি স্টান্ট, লড়াই, প্রতিশোধ, রোমান্স, নাচগান— সবমিলিয়ে এক দুর্দান্ত অ্যাকশন প্যাক বাণিজ্যিক ছবি ‘বাগি ৪’। পরিচালক এ হর্ষ। সমালোচকের ভূমিকায় নয় নিখাদ বিনোদনের পূর্তিতে দেখতে গেলে ছবিটা মন্দ লাগবে না। মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, টাইগার শ্রফ, হরনাজ সান্ধু। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

টাইগার শ্রফ আর সঞ্জয় দত্ত মানেই অ্যাকশনের ধামাকা হবেই। আর ছবির নাম যখন ‘বাগি ৪’ তখন সেই অ্যাকশনে একটা বন্য জংলি ব্যাপার থাকবে— এ তো বলাই বাহুল্য। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার প্রযোজনায় এই ছবি নিয়ে চর্চা-বিতর্ক দুই ছিল। ‘বাগি ৪’-এর সঙ্গে তুলনা টানা হয়েছে মালয়ালম থ্রিলার ‘মার্কো’র সঙ্গেও, যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে হিংস্র ভারতীয় ছবি হিসেবে ধরা হয়। ২০১৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল প্রথম ‘বাগি’ যা বক্স অফিসে বড়সড় ঝড় তুলেছিল। এরপর ‘বাগি ২’ ও সাফল্য পায়। ‘বাগি ৩’ ততটা সফল না হলেও বেশ ভাল দর্শক টেনেছিল। এরপরেই চার বছরের বিরতি নিয়ে ‘বাগি ৪’ এল বড়পর্দায়। বাগি অর্থাৎ বিদ্রোহী যে পচগলা সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আর ‘বাগি ৪’ অন্য ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর চেয়ে আলাদা। এখানে গোটা সিস্টেমকেই অবজ্ঞা করেছে নায়ক। ছবির কাহিনি চন্দারা নামক এক কাল্পনিক শহরে শুরু হয়। পাহাড় আর সমুদ্রে ঘেরা যেখানে নিয়মিত কার্নিভাল হয়— পাহাড় আর সমুদ্র। এই শহরের এক কোণে থাকে স্বঘোষিত এক শয়তান। এই চরিত্রে রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত। বিশাল প্রাসাদে তার বাস। পোষা বাঘ রয়েছে শয়তানের। নায়ক রনির এক অতীত-রহস্য রয়েছে। গল্পের গরু গাছে চড়ার মতো করে এগলেও এই ছবি উন্মাদনার। কাল্পনিকতার। টাইগার শ্রফের ঝাঁজালো অ্যাকশন, মারকাটারি স্টান্টই ছবির মূল আকর্ষণ। খলনায়ক হিসেবে সঞ্জয় দত্ত অতি-নাটকীয় ঠিকই তবে উতরে গেছেন। এখানে কোনও প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ নেই শুধুই অ্যাকশন আর অ্যাকশন। রক্ত ঝরবে, অসংখ্যবার হাড়গোড় ভাঙবে তাও সুপারম্যানের মতো নায়ক দাঁড়িয়ে থাকবে! এমন একটি চরম পরিস্থিতিতে আবার প্রেমেও পড়বে সে! প্রেমিকাকে বাঁচাতেও লড়াই চালাবে! যাঁরা অ্যাকশন ছবি পছন্দ করেন তাঁদের বেশ লাগবে ‘বাগি ৪’। ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন টাইগার শ্রফ, সঞ্জয় দত্ত, সোনম বাজওয়া, হারনাজ সান্ধু, শ্রেয়াস তালপাদে প্রমুখ। ছবির পরিচালক এ হর্ষ।

টুকরো খবর

রক্তবীজ ২-এর ট্রেলার লঞ্চ

পরিচালক যখন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ তখন সেই ছবির গল্প, চরিত্র, গান এবং প্রচার সবেতেই ‘টুইস্ট’ তো থাকবেই। আগে থেকে ঘোষণা করার পরেও গত মঙ্গলবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনে দেখতে পাওয়া গেল না তাঁদের ছবি ‘রক্তবীজ ২’-এর ট্রেলারের ঝলক। এখানেই ছিল চমক। পরিচালক শিবপ্রসাদ জানান, অনুষ্ঠানে একটা প্রিভিউ ট্রেলার দেখানো হবে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটি চলচ্চিত্র জগতের মানুষদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সকাল দশটায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসবে ‘রক্তবীজ ২’-র ট্রেলার। কথা মতোই পরের দিন জমজমাট ট্রেলার জনসমক্ষে। এদিন অনুষ্ঠানে সিনেমার কলাকুশলীদের সঙ্গে উপস্থিত জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ থেকে শুরু করে ডেপুটি কমিশনার। এখন শুধু ছবিটি মুক্তির অপেক্ষা।

ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল

সামনেই পুজো তাই শহর কলকাতায় এখন সিনেমার মহোৎসব। সম্প্রতি কলকাতার সাউথ সিটি মলে প্রকাশিত হল ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’ ছবির পোস্টার এবং ফার্স্ট লুক। ছবির প্রযোজক অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন এবং নিবেদনে সঙ্গীতা সিনহা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক সঙ্গীতা সিনহা, পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়-সহ অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। শহরের তিনটি ভিন্ন স্থানে বসবাসকারী তিন দম্পতি এবং তাঁদের গৃহকর্মীদের নিয়ে ছবির প্লট তৈরি হয়েছে।

ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

দুর্গা পুজোর নাচে গানে

পুজো আসা মানেই নতুন ছবি, নতুন, নতুন গান, নতুন বাজনা। বেঙ্গলি ক্লাব ইউ এস আয়োজিত নিউইয়র্ক টাইমস স্কোয়্যারে দুর্গাপুজোর জন্য এবার অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ‘ভাবনা আজ ও কাল’-এর তরফে এবং সেতু দ্য ব্রিজের সহায়তায় লঞ্চ করলেন একটি মিউজিক ভিডিও যার থিম ‘দুর্গা এল দুর্গা এলো টাইম স্কোয়্যার চলো’। পরিচালক মীর মহঃ ফালাক। গানের কথা ও সুরে সঙ্গীত শিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গানটি গেয়েছেন সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং জোজো মুখোপাধ্যায়। এই মিউজিক ভিডিওতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ছাড়াও রয়েছেন শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিক, সঙ্ঘমিত্রা সিনহা মিত্র, সৌরভ চক্রবর্তী, ঈশান মজুমদার প্রমুখ।

১৪
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

19 September, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইজরায়েল মূলপর্বে খেললে, ২০২৬ বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিল স্পেন

বিশ্বমঞ্চে ব্যর্থ নীরজ, চমক দিয়ে চারে শচীন

টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ নীরজের। (ডানদিকে) চমক দিলেন শচীন। বৃহস্পতিবার টোকিওতে।

টোকিও, ১৮ সেপ্টেম্বর: টোকিওতেই চার বছর আগে অলিম্পিক পদক জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন। সেই টোকিওতেই গত সাত বছরে সবচেয়ে হতাশাজনক ফল ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নেমে জ্যাভলিন ফাইনালের পঞ্চম রাউন্ডে ছিটকে গেলেন নীরজ। পঞ্চম রাউন্ডে ছিটকে গেলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন। শেষ করেন আট নম্বরে। সেরা থ্রো ৮৪.০৩ মিটার। হতাশ করেছেন নীরজের পাকিস্তানি প্রতিদ্বন্দ্বী আর্শাদ নাদিমও। তিনি শেষ করেন ১০ নম্বরে। তবে নীরজের মঞ্চে চার নম্বরে শেষ করে চমকে দিয়েছেন ভারতের শচীন যাদব। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করলেন।

গত সাত বছরে প্রথমবার কোনও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে পদকহীন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ। প্রত্যাশা জাগিয়ে শুরু করলেও দ্বিতীয় রাউন্ডের পরেই তিনি নেমে যান আট নম্বরে। নীরজের প্রথম দু'টি থ্রো ছিল যাথাক্রমে ৮৩.৬৫ ও ৮৪.০৩ মিটার। তৃতীয় থ্রো ফাউল হয়। চতুর্থ থ্রো ছিল ৮২.৮৬। পঞ্চম থ্রো ফাউল হওয়ার পর নীরজ প্রথম ছয়ের বাইরে চলে যান। পদক জয়ের আশা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। নিজের উপরেই হতাশায় চিৎকার করতে থাকেন ভারতীয় তারকা। বোঝা যাচ্ছিল, কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছিল তাঁর।

নীরজের ব্যর্থতার দিনে চমক দিয়ে ভারতের নতুন জ্যাভলিন তারকা হওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুললেন শচীন। প্রথম থ্রোয়েই তিনি ছোঁড়েন ৮৬.২৭ মিটার। যা তাঁর ব্যক্তিগত সেরা। ইউপি-র খেকরার ছেলে বিশ্ব মিটে ধারাবাহিকভাবে নিজের সেরা থ্রো করেছেন।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পাক তারকা নাদিম চতুর্থ রাউন্ডেই ছিটকে যান। সর্বোচ্চ ৮২.৭৫ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুঁড়তে পারেননি নাদিম। বৃষ্টিস্নাত টোকিওর ট্র্যাকে সোনা জিতে বাজিমাত করেন লন্ডন অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কেশর্ন ওয়ালকট। তিনি ছোঁড়েন ৮৮.১৬ মিটার। রুপো পান গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (৮৭.৩৮ মিটার) ও ব্রোঞ্জ জিতে নেন আমেরিকার কার্টিস টমসন (৮৬.৬৭ মিটার)।

ফেডেরারের সঙ্গে গলফে আলকারেজ

সানফ্রান্সিসকো, ১৮ সেপ্টেম্বর: টিম ইউরোপ ও টিম ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তিন দিনের লেভার কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে শুক্রবার ১৯ সেপ্টেম্বর। ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোয় ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে টুর্নামেন্ট। তার আগে ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের সঙ্গে গলফে মেতে উঠলেন চলতি মরশুমে ফরাসি ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনজয়ী কার্লোস আলকারেজ। আলকারেজের সঙ্গে নিজের ছবি সমাজমাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে ফেডেরার লিখেছেন, লেভার কাপে স্বাগত কার্লোস আলকারেজ। গলফ কোর্সে দারুণ খেলছ। আশা করি, তোমার র‍্যাকেটগুলো তৈরি রেখেছ। আলকারেজের নতুন চুলের ছাঁট পরীক্ষা করে মজাও করেছেন ফেডেরার। আলকারেজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ও নিজের খেলাকে একেবারে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে কার্লোসের খেলা আমি সবসময় উপভোগ করি।

লম্বা চুক্তির পথে মেসি

ফ্লোরিডা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ইন্টার মায়ামিতেই থেকে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মেসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে ইতিমধ্যেই একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন ইন্টার মায়ামি কর্তারা। যার ফল ইতিবাচক। সবকিছু ঠিক থাকলে, আরও দু'বছর, অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত মায়ামিতেই থাকছেন মেসি। যা পরিস্থিতি, তাতে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, মার্কিন ক্লাবেরই নিজের ফুটবল কেরিয়ারের ইতি টানবেন মেসি। প্রসঙ্গত, ৩৮ বছর বয়সী মেসি মায়ামিতে যোগ দিয়েছিলেন ২০২৩ সালে। মার্কিন ক্লাবের হয়ে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৬২ ম্যাচে ৫৪ গোল করেছেন মেসি। অ্যাসিস্ট করেছেন ২৭টি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার সৌজন্যে গত বছর সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছিল মায়ামি। ক্লাবের সঙ্গে মেসির পুরনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরের ডিসেম্বরে।

জেমি-কামিন্সদের ইরান-যাত্রায় জট

প্রতিবেদন: গতবারের মতো এবারও মোহনবাগানের অস্ট্রেলীয় ফুটবলারদের ইরানে খেলতে যাওয়া নিয়ে জটিলতার আশঙ্কা। সেপাহানের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর। বাগানের তিন অস্ট্রেলীয় তারকা জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন ও দিমিত্রি পেত্রাতোসের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে ইরানের ভারতীয় দূতাবাস এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। চিঠির কোনও জবাব মোহনবাগানের কাছে এখনও আসেনি। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড-সহ বেশ কিছু দেশের নিয়ম অনুযায়ী, ইরানের ভিসার জন্য আবেদন করা যায় না। পাসপোর্টে ইরান সরকারের স্ট্যাম্প থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে প্রবেশ করা যায় না। গত বছরও ইরানে এসিএল টু-এর অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে যাওয়া নিয়ে কামিন্স, ম্যাকলারেনদের ভিসা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। যদিও ইরানে যুদ্ধের পরিস্থিতি থাকায় শেষ পর্যন্ত সেখানে খেলতে যায়নি মোহনবাগান। এবার তেমন কোনও সমস্যা না থাকলেও তিন অস্ট্রেলীয়র তেহেরান-যাত্রা নিয়ে জটিলতা থাকছেই। মোহনবাগান চেষ্টা করছে সমস্যা সমাধানের। শেষ পর্যন্ত তিন বিদেশি না যেতে পারলে শক্তিশালী সেপাহানের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়বে জোসে মোলিনার দল। অনুশীলনে দু'দিনের ছুটি। শনিবার থেকে সেপাহান ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবেন লিস্টন কোলাসোরা।

শেষ ম্যাচে ড্র চাই সায়নদের

প্রতিবেদন: কলকাতা লিগ খেতাব প্রায় মুঠোয় ইস্টবেঙ্গলের। ৪০ বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে সুপার সিক্সে নিজেদের শেষ ম্যাচে ড্র করলেই চলবে জেসিন টি কে, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়দের। বৃহস্পতিবার বারাকপুর স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড স্পোর্টস ও সুরুচি সংঘের ম্যাচটি ২-২ গোলে শেষ হয়। ড্র হওয়ায় খেতাবি লড়াইয়ে সুবিধা হল ইস্টবেঙ্গলের। সুপার সিক্সে দুই ম্যাচে দু'টিতেই জিতে ৬ পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪ পয়েন্ট ইউনাইটেডের। সোমবার নিজেদের মাঠে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ ড্র করলেই লিগ জিতবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে ইউনাইটেড জিতলে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্নভঙ্গ হবে। এদিন সুপার সিক্সের অন্য ম্যাচে ইউনাইটেড কলকাতা ৫-০ গোলে হারিয়েছে ক্যালকাটা কাস্টমসকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে গোল করছেন সালাহ।

শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল লিভারপুল

সহজ জয় পিএসজি-বায়ার্নের

লিভারপুল, ১৮ সেপ্টেম্বর : জন্মদিনে শিষ্যদের কাছ থেকে দারুণ উপহার পেলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। টানটান উত্তেজনার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুল ৩-২ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে। নির্ধারিত নব্বই মিনিটে ম্যাচের ফল ছিল ২-২। কিন্তু সংযুক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ভার্জিল ভ্যান ডাইকের গোলে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় লিভারপুল। আর এই গোলের পর লিভারপুল সমর্থকদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিয়নে।

খেলার শুরুর ছ'মিনিটের মধ্যেই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুল। ৪ মিনিটে অ্যান্ড্রু রবার্টসন প্রথম গোল করেন। দু'মিনিট পরেই মহম্মদ সালাহ ২-০ করে দিয়েছিলেন। যদিও প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ডিফেন্ডার মার্কোস ইয়োরেন্তের গোলে ১-২ করে দিয়েছিল অ্যাটলেটিকো। এরপর ৮১ মিনিটে ফের গোল করে ম্যাচ ২-২ করে দেন সেই ইয়োরেন্তেই। যদিও নাটকের তখনও বাকি ছিল। ৯২ মিনিটে কর্নার কিক থেকে জটলার মধ্যে থেকে হেডে লিভারপুলের জয়সূচক গোলটি করেন ভ্যান ডাইক।

এদিকে, বড় জয় দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করেছে পিএসজি। ঘরের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে পিএসজি ৪-০ গোলে হারিয়েছে আটলান্টাকে। তিন মিনিটে প্রথম গোল করেন মারকুইনহোস। ৩৯ মিনিটে খিচা কাভারাৎস্কেইরার গোলে ২-০। এরপর ৫১ ও ৯১ মিনিটে আরও দু'টি গোল করেন নুনো মেন্ডেস এবং গঞ্জালো র‍্যামোস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য একটি ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ ৩-১ গোলে হারিয়েছে চেলসিকে। বায়ার্নের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। একটি গোল আত্মঘাতী। চেলসির একমাত্র গোলটি করেন কোল পারমার।

শেষ আটে সিন্ধু

শেনজেন, ১৮ সেপ্টেম্বর : চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে পুরনো ফর্মে পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ডের পর্নপাউই চোচুওংকে সরাসরি গেমে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। বিশ্বের ছয় নম্বর থাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ২১-১৫, ২১-১৫ ফলে হারাতে মাত্র ৪১ মিনিট সময় নেন সিন্ধু। এবার তাঁকে খেলতে হবে বিশ্বের এক নম্বর তথা প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার আন সে ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন সাত্ত্বিকসাই রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। এদিন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতীয় জুটি ২১-১৩, ২১-১২ গেমে উড়িয়ে দেন চিনা তাইপের চিউ সিয়াং চিয়ে ও ওয়াং চি লিনকে। ম্যাচ জিততে মাত্র ৩৩ মিনিট সময় নেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

19 September, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

রবিবার সুপার ফোরের ম্যাচেও হাত মেলাবেন না সূর্য-সলমনরা, নির্দেশ আইসিসির

ওমান ম্যাচে আজ বেঞ্চ দেখে নেওয়ার সুযোগ

দুবাইয়ের নেটে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। (ডানদিকে) প্র্যাকটিসের ফাঁকে বুমরা।

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : কোচ গম্ভীর দলে খুব বেশি পরিবর্তনের লোক নন। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে এটাই সেই সুযোগ। ওমান ম্যাচ যেহেতু ভারতের কাছে ডেড রাবার, কয়েকজনকে খেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর পরিসংখ্যানও সেই কথাটাই বলছে।

যেমন, প্রথম দুই ম্যাচে ভারত মোটে ২০.২ ওভার ব্যাট করেছে। অভিষেক, শুভমন, সূর্য আর তিলক কিছু বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু অক্ষর, হার্দিক আর সঞ্জু ২২ গজে নামার সুযোগ পাননি। কয়েকজন একটি বল খেলেছেন। এই যখন অবস্থা তখন যে কোনও কোচের মাথায় ওমানের মতো দলের সঙ্গে খেলার আগে রোটেশনের ভাবনা আসবে। কিন্তু গুরু গম্ভীর কি তাতে সায় দেবেন?

বুমরা প্রথম দুই ম্যাচে ৭ ওভার বল করেছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়নি খুব একটা ছন্দে আছেন। কিন্তু বুমরা খেললেই ওয়ার্কলোড, বিশ্রাম এই ব্যাপারগুলো আসে। সুতরাং চারদিন বাদে আর একটা পাকিস্তান ম্যাচে নামার আগে এটাই বুমরার বিশ্রামের সময়। তাছাড়া সামনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ রয়েছে। এদিকে, অর্শদীপ ৯৯ উইকেট নিয়ে বাইরে বসে আছেন। তাঁকে এই ম্যাচে খেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যাটিংয়ে শুভমনের নামটা সম্ভাব্য বিশ্রামের তালিকায় উঠছে। তিনি দুই ম্যাচে রান পাননি। কিন্তু ভারত এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠলে চারদিনের মধ্যে শুভমনকে আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দল নিয়ে নামতে হবে। সেক্ষেত্রে শুভমনকে ওমানের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। তাতে অবশ্য সঞ্জুকে অভিষেকের সঙ্গে শুরুতে আসতে হবে। আর রিঙ্কু বা জিতেশের মধ্যে কেউ একজন দলে চলে আসবেন। রিঙ্কুকে নেটে অনেকক্ষণ ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে গম্ভীরের ভাবনার উপর। তবু মনে হচ্ছে আজ কিছু বদল দলে হতেই পারে।

কিন্তু ওমান ম্যাচ ছাড়িয়ে ভারতীয় শিবিরের নজর নিশ্চিতভাবে চারদিন বাদে মহা ম্যাচের দিকে। ভারত-পাক প্রথম ম্যাচ দুবাইয়ে সেভাবে হাইপ তুলতে না পারলেও পরের ম্যাচ কিন্তু উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। হ্যান্ডশেক বিতর্কের পর এটাই দু'দলের প্রথম ম্যাচ। আরব চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে পাক অধিনায়ক আঘা বলেছেন, আমরা প্রস্তুত। মাঝের ক'টা দিনে নিশ্চয়ই আরও কিছু গরমাগরম উদ্ধৃতি আসবে। ফলে চড়বে উত্তেজনার পারদও।

কোচের দাবি

দুবাই : দুবাই স্টেডিয়ামের ছাদের সঙ্গে লাগানো রয়েছে ফ্লাডলাইট। অন্যান্য স্টেডিয়ামে যেখানে আলাদা করে স্তম্ভ থাকে। ফলে রাতে ফিল্ডিং করার সময় উঁচুতে বল উঠলে চোখে আলো পড়ার কারণে ক্যাচ নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে দলগুলো। যদিও এবারের এশিয়া কাপে ভারতীয়দের ক্যাচ নিতে বা বল ধরতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। এর কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন সূর্যকুমার যাদবদের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। তাঁর বক্তব্য, বলের কাছাকাছি ফিল্ডাররা কত আগে পৌঁছতে পারছে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনুশীলনে তাই এর উপর বাড়তি জোর দিয়েছি। এছাড়া ফিল্ডিংয়েও কিছু বৈচিত্র এনেছি। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য যেন চোখ না সরে, সেদিকে জোর দিয়েছি।

আহত আম্পায়ার

দুবাই : পাকিস্তান বনাম আরব আমিরশাহি ম্যাচে ফিল্ডারের ছোঁড়া বলে কানে চোট পেলেন অন্যতম আম্পায়ার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগে। ঘটনাটি ঘটেছিল আমিরশাহির ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে। পাকিস্তানের এক ফিল্ডারের ছোঁড়া বল সরাসরি এসে লাগে শ্রীলঙ্কান আম্পায়ারের বাঁ কানে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় বসে পড়েন রুচিরা। ছুটে আসেন পাকিস্তান দলের ফিজিও। মাঠেই রুচিরার কনকাশন পরীক্ষা করা হয়। এরপর আর ম্যাচ পরিচালনা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার আম্পায়ার। তাঁর বদলে রিজার্ভ আম্পায়ার গাজি সোহেল বাকি ম্যাচ পরিচালনা করেন।

রামিজের নিশানায় সূর্য

ক্ষমা চাননি পাইক্রফ্ট, প্রকাশ্যে নতুন তথ্য

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : চরম অনিশ্চয়তার পর অবশেষে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। জিতে সুপার ফোরেও জায়গা করে নিয়েছেন সলমন আঘারা। পাক ক্রিকেট বোর্ড দাবি, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্ট খেলার শুরুর আগে পাকিস্তানের ম্যানেজার নাভিদ আক্রম চিমা এবং অধিনায়ক আঘার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন বলেই পাকিস্তান মাঠে নেমেছিল।

যদিও পাক বোর্ডের সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার সূত্র মতে, পাইক্রফ্ট ক্ষমা চাননি। বরং পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বৈঠকে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন মাত্র। মূলত ভুল বোঝাবুঝি নিয়েই ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এমনকী, প্রাথমিক তদন্তে পাইক্রফ্টের কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি আইসিসি। নতুন করে কোনও তদন্ত শুরু হবে কি না, সেটা নির্ভর করবে পিসিবি নতুন কী তথ্যপ্রমাণ দিতে পারে, তার উপর।

এদিকে, প্রাক্তন পিসিবি প্রধান রামিজ রাজা আবার সূর্যকুমার যাদবকে তোপ দেগেছেন। গ্রুপ লিগের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানোর পর সূর্য বলেছিলেন, কিছু কিছু বিষয় স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেরও ঊর্ধ্বে। আমরা পহেলগাঁওয়ে নিহতদের পরিবারের পাশে আছি। ভারতীয় সেনাবাহিনীরও পাশে আছি। আর ভারত অধিনায়কের এই বক্তব্যের সমালোচনা করে রামিজ বলেছেন, সূর্যকুমার অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলেছিল। খেলার মাঠে রাজনৈতিক বক্তব্যের কোনও স্থান নেই। রবিবার ফের সুপার ফোরে ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান। আর নাম না আরও একবার ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাক অধিনায়ক আঘা। আমিরশাহির বিরুদ্ধে জয়ের পর আঘা বলেছেন, আমরা যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। তবে মাঝের ওভারের ব্যাটিংয়ে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। তাহলেই আমরা অনায়াসে স্কোরবোর্ডে ১৭০-১৮০ রান তুলতে পারব।

ক্রিকেটে মন দাও, পাকিস্তানকে কপিল

করমর্দন-বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: করমর্দন বিতর্কে না জড়িয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের উচিত নিজেদের খেলার উন্নতিতে আরও বেশি মন দেওয়া। বক্তা কপিল দেব। তিরাশি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মনে করছেন, ইস্যু তৈরি করে বিতর্ক বাড়ালে ক্রিকেট থেকেই নজর সরে যায়।

কপিল বলেছেন, এগুলো ছোটখাটো ব্যাপার। কেউ যদি হাত মেলাতে না চায়, সেটা নিয়ে অহেতুক বড় বিতর্ক বা ইস্যু তৈরি করার দরকার নেই। ভুল মন্তব্য করাও উচিত নয়। কয়েকজন এমন মন্তব্য করছে বলেই বিতর্ক হচ্ছে। পাকিস্তান ভাল ক্রিকেট খেলছে না। এটা নিয়ে ওদের ভাবা উচিত। কেউ হাত মেলাতে বা আলিঙ্গন করতে চাইল কি না, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান ম্যাচ শুরুর আগে টসের সময় পাক অধিনায়ক সলমান আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সূর্য জয় উৎসর্গ করেন পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় নিহতদের পরিবার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে পিসিবি অভিযোগ আনে যে তিনি সলমনকে হাত মেলাতে বারণ করেছেন। পাইক্রফটকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলে পাকিস্তান। না হলে আমিরশাহি ম্যাচ বয়কট করার হুমকিও দেওয়া হয়। অবশ্য বয়কটের রাস্তায় হাঁটেনি তারা।

জুরেল ১১৩

লখনউ : অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে চারদিনের বেসরকারি টেস্টে অনবদ্য সেঞ্চুরি ধ্রুব জুরেলের। তাঁর ১১৩ রানের অপরাজিত ইনিংসের সৌজন্যে তৃতীয় দিনের শেষে ভারত এ দলের রান ৪ উইকেটে ৪০৩। অস্ট্রেলিয়ার থেকে এখনও ১২৯ রানে পিছিয়ে রয়েছেন জুরেলরা। গতকালের ১ উইকেটে ১১৬ রান হাতে নিয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিল ভারত এ দল। নারায়ণ জগদীশন ৬৪ এবং সাই সুদর্শন ৭৩ করে আউট হন। তবে ব্যর্থ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। মাত্র ৮ রান করে শ্রেয়স প্যাভিলিয়নে ফেরেন। ২২২ রানে ৪ উইকেট। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টানছেন জুরেল ও দেবদত্ত পাড়িক্কল। দিনের শেষে জুরেলের সঙ্গে ৮৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন পাড়িক্কল।

এশিয়া কাপ শেষ আফগানদের

সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ

আবু ধাবি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের পর এবার শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেল আফগানিস্তান। আর আফগানদের এই হারে সুপার ফোরের টিকিট পেয়ে গেল বাংলাদেশও।

কাজে এল না মহম্মদ নবির দুরন্ত ব্যাটিং। বরং ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচের নায়ক কুশল মেন্ডিস। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান তুলেছিল আফগানিস্তান। লড়াই করার মতো রানে দলকে পৌঁছে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেন অভিজ্ঞ নবি। মাত্র ২২ বলে তিনটি চার ও ছটি ছয়ের সাহায্যে ৬০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দেন তিনি। এর পর বল হাতেও এক উইকেট নিলেন নবি। কিন্তু তাঁর

চার মারছেন কুশল মেন্ডিস।

যাবতীয় লড়াই ব্যর্থ করে ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭১ রান তুলে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় শ্রীলঙ্কা। রান তাড়া করতে নেমে, একটা সময় বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ৫২ বলে অপরাজিত ৭৪ রান করে সেই চাপ কাটিয়ে দলকে জয় উপহার দিলেন কুশল।

টস জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আফগানরা। কিন্তু স্কোরবোর্ডে ৪০ রান তুলতে না তুলতেই, রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১৪), সাদিকুল্লাহ (১৮) এবং করিম জন্নত (১) প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তুলেছিলেন নবি। রশিদ খানের সঙ্গে ৩০ বলে ৩৫ রান যোগ করেন তিনি। রশিদ ২৩ বলে ২৪ রান করে আউট হওয়ার পর, নবি তো রীতিমতো খুনে মেজাজে ব্যাট করেছেন। দুনিথ ওয়ালালাগের করা শেষ ওভারে পাঁচ-পাঁচটি ছক্কা হাঁকান তিনি।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশচরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হবে মহালয়ায়
আজই হকারবন্ধুকে বলে রাখুন